ভূগোল।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার
প্রণীত।

কলিকাতা
২৬ নং স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৮

মূল্য।৵০ আনা।

মুখবন্ধ।

এই ভূগোলখানি মধ্যইংরেজী ও মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর এবং উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষার্থী বালকবৃন্দের পাঠার্থে লিখিত হইল। ইহাতে দেশ, দ্বীপ, উপ-দ্বীপ, যোজক, অন্তরীপ, পর্ব্বত, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী ইত্যাদি এরূপ ভাবে ক্রমান্বয়ে দেওয়া হইয়াছে যে বালক-গণের মানচিত্র দেখিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে, এবং অতি অল্প সময়েই ভূগোল সম্বন্ধে কতক ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বালকদিগের কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

১ জানুয়ারী ১৮৯৮
কলিকাতা। } শ্রীবরদাকান্ত শর্ম্মা

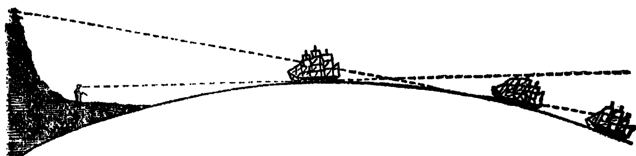
ভূগোল।

পৃথিবীর আকার ও গতি।

যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ভূপৃষ্ঠের বিবরণ জানা যায় তাহার নাম ভূগোল শাস্ত্র। *

পৃথিবী কমলা লেবুর ন্যায় গোল অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা।

পৃথিবী চতুষ্কোণ কিম্বা দর্পণাদির মত সমতল নহে তাহার অনেক প্রমাণ আছে—



(ক) যখন কোন জাহাজ তীরে আসিতে থাকে আমরা বহু দূর হইতে অগ্রে তাহার মাস্তুল দেখিতে পাই ; যতই নিকটে আইসে ক্রমশঃ জাহাজের নিম্নভাগ দৃষ্ট হয় ; পৃথিবী গোল না হইলে জাহাজের সকল অংশ একবারেই দেখা যাইত।

(খ) ইউরোপীয় নাবিকেরা জাহাজে চড়িয়া যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন দিক্ পরিবর্ত্তন না করিয়া আবার সেই স্থানে

* ভূগোল তিন ভাগে বিভক্ত :—(১) প্রাকৃতিক ভূগোল, (২) রাজনৈতিক বা লৌকিক ভূগোল, (৩) গণিত ভূগোল।

উপস্থিত হন। যদি পৃথিবী গোল না হইত তবে পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইতে পারিতেন না।

(গ) চন্দ্রগ্রহণ হইলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে এবং সেই ছায়া গোল দেখায়, পৃথিবী গোল না হইলে ছায়া গোল হইত না।

কোন বিস্তৃত মাঠে দাঁড়াইলে আমাদের চতুর্দ্দিকে ভূপৃষ্ঠের যে অংশ দৃষ্টিগোচর হয়, উহা সমতল বলিয়া বোধ হয়; আমরা উহার গোলত্ব অনুভব করিতে পারি না। ইহার কারণ এই যে উহা সমুদয় ভূপৃষ্ঠের অতি অল্প অংশ মাত্র।

পৃথিবীর গতি।

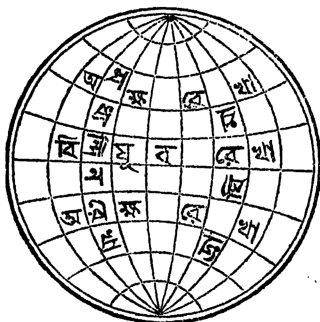
পৃথিবী সর্ব্বদাই স্বীয় মণ্ডলাকার পথে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে; ইহাকে বার্ষিক গতি কহে এবং ইহাই এক বৎসরে সম্পন্ন হয়। এক দিনে স্বীয় মণ্ডলাকার পথে পৃথিবী যে তাহার সমস্ত পৃষ্ঠ আবর্ত্তন করে তাহাকে আহ্নিক গতি কহে। পৃথিবীর গতি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে।

পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণের ব্যাস প্রায় ৭৯০০ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমের ব্যাস ৭৯২৬ মাইল। মধ্য ভাগ অপেক্ষা উত্তর দক্ষিণ ২৬ মাইল কম। পরিধি ২৫০০০ মাইল।

গোলক ও মানচিত্র।

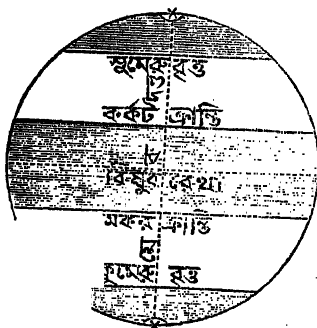
মেরুদণ্ড বা এক্‌সিস্—যে কল্পিত সরলরেখা কেন্দ্র ভেদ করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ প্রান্ত স্পর্শ করিয়াছে তাহার নাম মেরুদণ্ড। উহার উত্তর প্রান্তকে সুমেরু বা উত্তর মেরু, দক্ষিণ প্রান্তকে কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু বলে।

বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা—পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদুরবর্ত্তী পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীর ঠিক মধ্য দিয়া চতুর্দ্দিকে যে রেখা বেষ্টন করিয়াছে তাহার নাম বিষুবরেখা।



অক্ষরেখা—বিষুবরেখা হইতে দশ দশ অংশ অন্তরে সমান্তর যে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃত্ত কল্পিত হয় তাহার নাম অক্ষরেখা।

দ্রাঘিমা—যে কল্পিত মণ্ডলাকার রেখা সমূহ উভয় মেরু ভেদ করিয়া বিষুবরেখার উপর দিয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছে তাহার নাম দ্রাঘিমা।



চক্রবালরেখা—(হরাইজন্) পৃথিবীর কোন স্থানে দাঁড়াইলে

দেখা যায় পৃথিবী ও আকাশ আমাদের চারিদিকে বৃত্তাকারে পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে ; এই বৃত্তাকার রেখাকে চক্রবাল রেখা কহে।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহাদির গতি জানিবার জন্য ভূগোলকের উপরিভাগে কতকগুলি উপরোক্ত কল্পিত রেখা ইত্যাদি করিয়াছেন ; এতদ্ভিন্ন কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি, সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত এই চারিটী রেখাও কল্পনা করেন।

কর্কট ও মকরক্রান্তির মধ্যস্থিত স্থানের নাম উষ্ণমণ্ডল। কর্কট-ক্রান্তি ও সুমেরুবৃত্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল কহে ; এবং মকরক্রান্তি ও কুমেরুবৃত্তের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল কহে। উত্তর মেরু হইতে সুমেরুবৃত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগকে উত্তর হিমমণ্ডল ও কুমেরুবৃত্ত হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত ভূভাগকে দক্ষিণ হিমমণ্ডল কহে।

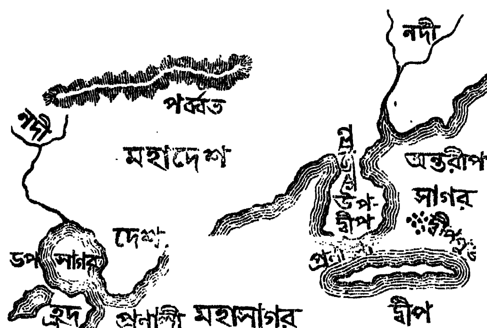
যে চিত্রপটে পৃথিবী বা তাহার কোনও অংশের প্রতিরূপ অঙ্কিত হয় তাহাকে মানচিত্র কহে। মানচিত্রের উপরিভাগ উত্তর, দক্ষিণ হস্তের দিক পূর্ব্ব, নিম্ন ভাগ দক্ষিণ এবং বাম দিক পশ্চিম।

পৃথিবীর স্থল ও জলের সাধারণ বিবরণ।

পৃথিবী স্থল ও জল এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ; ইহার এক ভাগ মাত্র স্থল অপর তিন ভাগই জল।

স্থল ভাগ নানা অংশে বিভক্ত ; যথা :—মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, যোজক, অন্তরীপ, উপকূল, পর্ব্বত, উপত্যকা-ভূমি, সমতল-ভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি।

মহাদেশ—যে বিশাল ভূমিখণ্ডে অনেক দেশ আছে তাহাকে মহাদেশ কহে। যথা :—এসিয়া, ইউরোপ ইত্যাদি।



দেশ—মহাদেশের ছোট ছোট ভাগকে দেশ কহে। যথা :—ভারতবর্ষ, পারস্য, চীন ইত্যাদি।

দেশের রাজা, রাজপ্রতিনিধি, মন্ত্রী বা প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী যে স্থানে বাস করেন তাহাকে সেই দেশের রাজধানী কহে। যথা :—কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী।

দ্বীপ—চারিদিকে জল বেষ্টিত ভূমিখণ্ডকে দ্বীপ কহে। যথা লঙ্কাদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি। যে স্থানে কতকগুলি দ্বীপ একত্রিত আছে তাহাকে দ্বীপপুঞ্জ কহে। যথা :—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

উপদ্বীপ—যে ভূখণ্ডের প্রায় তিন দিকেই জল তাহাকে উপদ্বীপ কহে। যথা :—ভারতবর্ষ, আরব, ইতালী ইত্যাদি।

যোজক—যে সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড দুই বৃহৎ ভূমিখণ্ডকে পরস্পর সংযুক্ত করে তাহাকে যোজক কহে। যথা :—সুয়েজ, পানামা, ক্রা ইত্যাদি।

অন্তরীপ—যে ভূমিভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া সাগরের দিকে গমন করিয়াছে তাহার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ। যথা ঃ—কুমারিকা অন্তরীপ, উত্তমাশা অন্তরীপ, ভার্ড অন্তরীপ ইত্যাদি।

উপকূল—সমুদ্রের তীরস্থ ভূমিকে উপকূল কহে।

পর্ব্বত—পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশস্থ অতিশয় উচ্চ প্রস্তরময় স্থানকে পর্ব্বত বলে। যথা ঃ—হিমালয়, আল্প্স্ ইত্যাদি। পর্ব্বতের অগ্রভাগকে চূড়া, শৃঙ্গ বা শিখর কহে। যথা ঃ—হিমালয়ের শৃঙ্গ ধবলগিরি। ছোট ছোট পর্ব্বতের নাম পাহাড়। যথা ঃ—বিন্ধ্য পাহাড়, পরেশনাথ পাহাড়।

আগ্নেয়গিরি—যে পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে সময়ে সময়ে ধূম, অগ্নিশিখা, ধাতুনিঃস্রব ও ভস্ম বহির্গত হয় তাহাকে আগ্নেয়গিরি কহে। যথা ঃ— এট্না, বিষুবিয়স্, ষ্ট্রম্বলি ইত্যাদি।

উপত্যকা-ভূমি—পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ স্থানকে উপত্যকা-ভূমি কহে।

সমতল ভূমি—যে ভূমির উপরিভাগ অনুচ্চ এবং পর্ব্বতশূন্য তাহাকে সমতল ভূমি কহে।

মরুভূমি—যে প্রশস্ত ভূমি বালুকাময় এবং যাহাতে বৃক্ষ লতাদি নাই তাহার নাম মরুভূমি। যথা ঃ—গোবি, সাহারা ইত্যাদি। মরুভূমির মধ্যগত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ডকে ওয়েসিস্ কহে।

মালভূমি—অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিস্তৃত সমতল ভূমিকে মালভূমি কহে। যথা ঃ—মধ্য এসিয়া।

স্থলভাগের ন্যায় জলভাগও নানা অংশে বিভক্ত। যথা ঃ—

মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী, উপনদী, শাখানদী প্রভৃতি।

মহাসাগর—যে বৃহৎ লবণময় জলরাশি পৃথিবীকে ব্যাপিয়া আছে তাহার নাম মহাসাগর।

মহাসাগর পাঁচ অংশে বিভক্ত :—উত্তর (আর্কটিক্) মহাসাগর, প্রশান্ত (প্যাসিফিক্) মহাসাগর, দক্ষিণ (য়্যাণ্টার্কটিক্) মহাসাগর, আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর ও ভারত (ইণ্ডিয়ান্) মহাসাগর। এই পাঁচটীর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উত্তর মহাসাগর সর্ব্বপেক্ষা ছোট। প্রশান্ত মহাসাগর এসিয়াকে আমেরিকা হইতে, আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর আফ্রিকা ও ইউরোপকে আমেরিকা হইতে এবং ভারত মহাসাগর অষ্ট্রেলিয়াকে আফ্রিকা ও এসিয়া হইতে পৃথক্ করিতেছে।

সাগর—মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র লবণময় জলভাগকে সাগর কহে। যথা :—লোহিত সাগর, আরব সাগর, বঙ্গসাগর ইত্যাদি।

উপসাগর—যে জলভাগের প্রায় চারিদিকে স্থল তাহাকে উপসাগর কহে। যথা শ্যাম উপসাগর, পারস্য উপসাগর, বিস্কে উপসাগর, মেক্‌সিকো উপসাগর ইত্যাদি।

খাড়ি বা সাগরশাখা—মহাসাগরের যে অংশ উপকূল ভাগে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নাম খাড়ি বা সাগরশাখা।

প্রণালী—যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে সংযুক্ত করে তাহার নাম প্রণালী। যথা :—বেরিং প্রণালী, জিব্রল্টার, বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী ইত্যাদি।

হ্রদ—যে স্বাভাবিক জলভাগের চারিদিক্ স্থল দ্বারা বেষ্টিত তাহার

নাম হ্রদ। যথা :—বৈকাল হ্রদ, আরল হ্রদ, কাস্পিয়ান্, টিটিকাকা ইত্যাদি।

নদী—যে জলস্রোত পর্ব্বত, হ্রদ বা প্রস্রবণ হইতে নির্গত হইয়া নানা দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয় তাহাকে নদী কহে। যথা :—গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি ইত্যাদি।

যে স্থান হইতে নদীর উৎপত্তি হয় তাহাকে উৎপত্তিস্থান এবং যে স্থানে নদী পতিত বা শেষ হয় সে স্থানকে মোহনা বা নদীমুখ কহে। উৎপত্তিস্থান হইতে মোহনায় আসিতে যে দিক বামে থাকে তাহাকে বাম পার বা কূল, আর যে দিক দক্ষিণপার্শ্বে থাকে তাহাকে দক্ষিণ কূল কহে।

উপনদী—যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে বহির্গত হইয়া অন্য নদীতে পতিত হয় তাহাকে উপনদী কহে। যথা :—যমুনা।

শাখানদী—যে নদী অন্য নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয় তাহার নাম শাখানদী। যথা :—ভাগীরথী।

নদীর জল উচ্চ ভূমি হইতে নিম্নে পড়িলে জলপ্রপাত কহে। যথা :—নায়গারার জলপ্রপাত, বিক্টোরিয়ার জলপ্রপাত। নদীর মোহনায় যদি নদী অনেক ভাগে বিভক্ত হয় সেই মোহনার মধ্যস্থিত ত্রিকোণাকার ভূমিকে বদ্বীপ বা ডেল্টা কহে। গ্রীক্ ভাষার বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষরের নাম ডেল্টা এবং উহার বড় আকার (△) এইরূপ।

মহাদ্বীপের সাধারণ বিবরণ।

পৃথিবী দুইটী মহাদ্বীপে বিভক্তঃ—পূর্ব্ব বা প্রাচীন মহাদ্বীপ ও পশ্চিম বা নূতন মহাদ্বীপ।

এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা পূর্ব্ব বা প্রাচীন মহাদ্বীপের মধ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বা কলম্বিয়া * নূতন মহাদ্বীপের মধ্যে।

মহাদ্বীপের মধ্যে এসিয়া সকলের বড়, ইউরোপ সকলের ছোট।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্ব্বে আমেরিকার বিষয় কেহ জানিত না। এই জন্য ইহাকে নূতন মহাদ্বীপ কহে।

পরিমাণফল—পৃথিবীর পরিমাণফল প্রায় সাড়ে উনিশ কোটী বর্গ মাইলের উপর। তাহার মধ্যে স্থল পাঁচ কোটীর অধিক এবং জল সাড়ে চৌদ্দ কোটীরও অধিক হইবে।

লোকসংখ্যা—পৃথিবীর লোকসংখ্যা একশত উনপঞ্চাশ কোটীরও অধিক হইবে।

মনুষ্যজাতি বর্ণ ও গঠনাদির বিভিন্নতায় নিম্নলিখিত পাঁচ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ—

ককেশীয়—এই জাতীয় মনুষ্যদের গঠন ও বর্ণ সুন্দর; ইউরোপে, পশ্চিম এসিয়ায় ও আফ্রিকার উত্তর ভাগে এই জাতির বাসস্থান।

* আমেরিগো বেস্পুসি নামক এক ব্যক্তি কলম্বসের পর ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা বা কলম্বিয়ার অনেক অংশ আবিষ্কার করেন এই জন্য ইহার নাম আমেরিকা হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা কলম্বসের নামানুসারে আমেরিকাকে কলম্বিয়া বলিবার জন্য এক মহাসভা করিয়া কলম্বিয়া নাম রাখিয়াছেন। কারণ কলম্বস্ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া ঐ দেশ বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ উহা জানিত না।

মঙ্গোলীয়—ইহাদের মুখ চেপটা, মস্তক চতুষ্কোণ, বর্ণ পীত; ইউ-
রোপে ও এসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশে এই জাতির বাস।
নিগ্রো—ইহাদের বর্ণ কাল, মোটা ওষ্ঠ, দীর্ঘ চিবুক, চুল ভেড়ার মত
কোঁকড়া; আফ্রিকার মধ্য ও দক্ষিণাংশে ইহাদের বাস।
আমেরিকান্ বা লোহিত ইণ্ডিয়ান্—ইহারা তাম্রবর্ণ; উত্তর ও দক্ষিং
আমেরিকা বা কলম্বিয়ার কোন কোন অংশে দেখা যায়।
মালয়—মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো জাতির সহিত ইহাদের অনেকাংশে
সাদৃশ্য আছে। ভারতদ্বীপপুঞ্জে ও মালয় উপদ্বীপে ইহা-
দের বাস।

পৃথিবীর শাসনপ্রণালী।

পৃথিবীতে শাসনপ্রণালী দেখিয়া প্রধানতঃ তিন প্রকার ভাগ বুঝা যায়; যথা—(১) সাম্রাজ্য, (২) রাজ্য, (৩) সাধারণতন্ত্র।

এক রাজার অধীনে অনেক দেশ হইলে তাহার নাম সাম্রাজ্য ও তাহার অধিপতিকে সম্রাট্ বলে। রাজার দ্বারা শাসিত দেশকে রাজ্য কহে; ও যে দেশে কোন রাজা নাই এবং দেশের অধিবাসীরাই কোন উপযুক্ত লোকের উপর রাজ্যশাসন ভার দেয়, তাহার নাম সাধারণতন্ত্র।

এসিয়া।

এসিয়ার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পশ্চিম সীমা লোহিত সাগর, সুয়েজ যোজক, ভূমধ্য সাগর, কৃষ্ণ সাগর এবং ইউরোপ; দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর; ও পূর্ব্ব সীমা প্রশান্ত মহাসাগর।

এসিয়া ইউরোপ অপেক্ষা ৫ গুণ বড়। পরিমাণফল ১৬০ লক্ষ বর্গ মাইল। দৈর্ঘ্যে উত্তর দক্ষিণে ৬৬৯০ মাইল এবং বিস্তারে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৫৪০০ মাইল। পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের প্রায় ⅓ ভাগ ভূমি এসিয়ায় আছে। এসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব কোণে বেরিং প্রণালী (৩৬ মাইল বিস্তৃত) এসিয়া ও আমেরিকা বা কলম্বিয়াকে পৃথক্ করিতেছে। সুয়েজ যোজক (৭৩ মাইল বিস্তৃত) এসিয়াকে আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত করিতেছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একটী খাল ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত কাটা হইয়াছে।

এসিয়াই প্রথম মনুষ্যের আবাসস্থান এবং প্রধান প্রধান ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তিস্থান।

এসিয়া ১১টী দেশে বিভক্ত:—

দেশ	প্রধান নগর
(১) রুশিয়া—	টোবলস্ক ইর্খটস্ক, তিফলিস, ওমস্ক, তাসখন্দ, খোকন্দ, সমরকন্দ, ব্লাডিভষ্টক। (১)
(২) পশ্চিম তাতার—	খীবা, বুখারা(২), মার্ব্ব।
(৩) তুরস্ক—	স্মার্ণা, আলেপ্পো, ডামাস্কস্, আরজরুম, মোসল, বগ্দাদ, বান, বসোরা, ইরাক, জেরুজালেম, বেথলিহেম। (৩)

(১) টোবলস্ক পশ্চিম সাইবিরিয়ার রাজধানী; ইর্খটস্ক পূর্ব্ব সাইবিরিয়ার রাজধানী; তিফলিস ককেশীয়ার রাজধানী; ওমস্ক সৈনিক আবাস, তাসখন্দ বাণিজ্যস্থান; সমরকন্দ তৈমুরলঙ্গের রাজধানী ছিল; ব্লাডিভষ্টক প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ যুদ্ধজাহাজ রাখিবার প্রধান আড্ডা।

(২) বুখারা মুসলমানদের প্রসিদ্ধ বিদ্যালোচনার স্থান; খীবা ক্রীতদাস ব্যবসায়ের প্রধান স্থান। পশ্চিমতাতার জঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ীর জন্মস্থান।

(৩) স্মার্ণা প্রধান বাণিজ্য স্থান; আলেপ্পো সিরিয়ার রাজধানী; ডামস্কস

দেশ	প্রধান নগর

(৪) আরব—মক্কা, মদিনা, রায়দ, মস্কট, এডেন। (১)

(৫) পারস্ত—তেহারান, ইস্পাহান, তাব্রীজ, শিরাজ, বুশায়ার। (২)

(৬) আফগানিস্থান—কাবুল, গজনি, হিরাত, বল্ক। (৩)

(৭) বেলুচিস্থান—খিলাত। (৪)

(৮) ভারতবর্ষ—কলিকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, মান্দ্রাজ। (৫)

(৯) পূর্ব্বউপদ্বীপ—রেঙ্গুন, আকায়েব, মৌলমিন, মান্দালাই, আবা, লান্চাঙ, বাঙ্কক, কুইদা, হুয়ে ও সাইগন। (৬)

রেশম বস্ত্রের জন্য খ্যাত; আরজরুম আর্ম্মেণিয়ার প্রধান নগর; মোসল কুর্দ্দিস্থানের রাজধানী; বান বাণিজ্যস্থান; বগ্দাদ খলিফাদিগের রাজধানী ছিল; বসোরা বাণিজ্যস্থান; জেরুজালেম প্যালেষ্টাইনের প্রধান নগর; বেথলিহেম যীশুখৃষ্টের জন্ম স্থান ও খৃষ্টানদের তীর্থ স্থান।

(১) মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান, মুসলমানদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান; মদিনা মহম্মদের সমাধিস্থান; এডেন্ ইংরেজাধিকৃত সমুদ্র বন্দর।

(২) পূর্ব্বে বৃহৎ সাম্রাজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, এখন লাগিচা ও নানাবিধ ফলের জন্য পরিচিত। তেহারান রাজধানী; শিরাজ মদ্যের জন্য বিখ্যাত; তাব্রীজ ও বুশায়ার বাণিজ্যস্থান।

(৩) কাবুল, সুখাদ্য ফলের জন্য বিখ্যাত; গজনি মামুদের রাজধানী ছিল; হিরাত বাণিজ্যস্থান। (৪) খিলাত বেলুচিস্থানের রাজধানী।

(৫) ভারতবর্ষ পুরাকাল হইতে সভ্যতা ও বহুবিধ পদার্থের উৎপত্তিস্থান বলিয়া খ্যাত। কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী ও প্রধান বাণিজ্যস্থান; এলাহাবাদ গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে হিন্দুদিগের তীর্থস্থান; দিল্লী মুসলমান সম্রাটদের রাজধানী ছিল; লাহোর পাঞ্জাবের রাজধানী, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজধানী।

(৬) রেঙ্গুনবৃটিস বর্ম্মার রাজধানী; মান্দালাই পূর্ব্বে বর্ম্মার রাজধানী ছিল; ব্যাঙ্কক শ্যামের রাজধানী; হুয়ে আনামের রাজধানী; সাইগন কোচীন চীনের রাজধানী।

(১০) চীনসাম্রাজ্য—পিকিন, নান্‌কিন, কাণ্টন, ভিক্টোরিয়া, মেকাও [কোরিয়া—কিংকিতাও; মাঞ্চুরিয়া—কিরিলুনা, নচ্চাং; মঙ্গলিয়া—উর্গা, মাইমাচীন; তিব্বত—লাসা, টেসিলম্বু; ও পূর্ব্বতাতার—ইয়ারখন্দ, খাসগড়, খোতান। এই কয়েকটী চীনের অন্তর্গত (১)।]

(১১) জাপান— টোকিও, ইয়াকোহামা, মিয়াকো বা কিয়োটু, নাঙ্গাসিকি। (২)

দ্বীপ।

উত্তর মহাসাগরে—আলুসিয়ান ও লিয়াখোব বা নব সাইবিরিয়া। ভূমধ্যসাগরে—রোদস্, সাইপ্রস। ভারত মহাসাগরে—লঙ্কাদ্বীপ বা সিংহল (প্রধান নগর—কলম্বো (৩) কাণ্ডি, ত্রিন্‌কমলী, গল), মালদ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ, নিকোবর ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, (প্রধান নগর—পোর্টব্লেয়ার), পিনাঙ্গ, সিঙ্গাপুর (প্রধান নগর—

(১) পিকিন চীন সাম্রাজ্যের রাজধানী; এই নগরের লোকসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে অধিক; কাণ্টন ইউরোপীয়দিগের সহিত বাণিজ্য করিবার প্রধান সমুদ্র বন্দর; ভিক্টোরিয়া হঙ্কঙ দ্বীপের রাজধানী ইংরাজাধিকৃত; মেকাও পর্ত্তুগীজ অধিকৃত; কিংকিতাও করিয়ার রাজধানী; কিরিলুনা মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী, নচ্চাং সমুদ্র বন্দর; উর্গা মঙ্গলিয়ার প্রধান নগর; মাইমাচীন বাণিজ্য স্থান; খাসগড় বাণিজ্য ও কারখানা স্থান।

(২) টোকিও জাপানের রাজধানী; মিয়াকো শিল্প ও বাণিজ্যস্থান; ইয়াকোহামা ও নাঙ্গাসিকি সামুদ্রিক বন্দর।

(৩) কলম্বো সিংহলের রাজধানী; কাণ্ডি প্রাচীন রাজধানী; ত্রিনকমলী ও কলম্বো বাণিজ্যবন্দর; গল পোতাধিষ্ঠান। পোর্টব্লেয়ার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী; এখানে ভারতবর্ষের অপরাধীদিগকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড মেও এখানে শেরআলি কর্ত্তৃক নিহত হন (১৮৭২ খৃঃ অঃ)। সিঙ্গাপুর একটী সামুদ্রিক বন্দর ও প্রণালী উপনিবেশের রাজধানী।

সিঙ্গাপুর।) প্রশান্ত মহাসাগরে—হাইনান্, মেকাও, হঙ্কঙ, ফরমোসা, লুচু, জাপান, সাগালিয়ান ও কুরিল।

উপদ্বীপ।

পশ্চিমে—এসিয়ামাইনর, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে। দক্ষিণে—আরব, ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ এবং মালয় উপদ্বীপ। পূর্ব্বে—কোরিয়া এবং কামস্কাট্কা। এসিয়ার উপদ্বীপ সমূহ দক্ষিণ দিকেই প্রায়।

যোজক।

সুয়েজ যোজক এসিয়া ও আফ্রিকাকে এবং ক্রা যোজক শ্যাম ও মালয়কে সংযুক্ত করিতেছে।

অন্তরীপ।

পূর্ব্ব অন্তরীপ এসিয়ার উত্তরপূর্ব্বে বেরিং প্রণালীতে; সর্ব্বো-ত্তর অন্তরীপ বা সিবারো সাইবিরিয়ার উত্তরাংশে; বেবা এসিয়া মাইনরে; কুমারিকা অন্তরীপ ভারতবর্ষের দক্ষিণ; নিগ্রেইস্ পেগুর দক্ষিণ পশ্চিম; দক্ষিণ অন্তরীপ বা রোমানিয়া মালয়ের দক্ষিণ; কাম্বোডিয়া কোচিন চায়নার দক্ষিণ।

পর্ব্বত।

আল্টাই (সুবর্ণ পর্ব্বত) পর্ব্বতশ্রেণী এসিয়ার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত; এসিয়ার পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। ষ্টানোভয় ও ইয়া-ব্লোনি আলটাই পর্ব্বতের অংশ এসিয়ার পূর্ব্বাংশে। থিয়ান্সন ও

কিউন্‌লন্ আল্‌টাই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে। ইউরাল পর্ব্বত এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে। ককেশস্ পর্ব্বতশ্রেণী কাস্পিয়ান হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এলবর্জ্জশ্রেণী পারস্যের মধ্যে। তরস্ এসিয়িক তুরস্কের মধ্যে। হিন্দুকুশ আফগানিস্থানে। কারাকোরাম পর্ব্বতশ্রেণী কাশ্মীরের উত্তর। হিমালয় পর্ব্বত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অবস্থিত। দেবডাঙ্গা (এবারেষ্ট বা গৌরীশঙ্কর) ইহার প্রধান শৃঙ্গ, প্রায় ৫½ মাইল উচ্চ। কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রায় ৫⅙ মাইল উচ্চ এবং ধবলগিরি প্রায় ৫ মাইল উচ্চ। হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম সকল অতি উচ্চ; পার্ব্বতীয় ছাগ ও মেষ ব্যতীত অপর জন্তু এই সকল পথে দ্রব্যাদি বহন করিতে পারে না। পামির (ব্রহ্মডাঙ্গা) তাতারের অন্তর্গত এবং তিব্বত হিমালয়ের উত্তর, ইহারা অতিশয় উচ্চ দেশ, ইউরোপের মধ্যে প্রধান পর্ব্বত অপেক্ষাও উচ্চ।

আগ্নেয় গিরি।

কামস্কাট্‌কা, কুরিল, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, যাবা ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে অনেকগুলি সজীব আগ্নেয়গিরি আছে। কামস্কাটকার মধ্যে ক্লুইবেফ, জাপানের মধ্যে ফুসিযামা এবং শুণ্ড প্রণালীর মধ্যে ক্রক তোয়ার আগ্নেয় গিরি বিখ্যাত।

সমতল।

উত্তর এসিয়া একটী প্রকাণ্ড সমতল ভূমি। মধ্য এসিয়া পর্ব্বত ও উচ্চ ভূমি দ্বারা সমাকীর্ণ। দক্ষিণ এসিয়ার প্রায়শই উপদ্বীপে পরিপূর্ণ। এসিয়ার মধ্যে ভূমণ্ডলের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও নিম্ন স্থান বিদ্যমান।

মরুভূমি।

মঙ্গোলিয়ার গোবি নামক প্রসিদ্ধ মরুভূমি, আরবে সিরিয়ান মরুভূমি এবং ভারতবর্ষে সিন্ধু ও রাজপুতনার মধ্যস্থিত মরুভূমি।

সাগর ও উপসাগর।

আনাদের উপসাগর এবং ওবি উপসাগর রুশিয়ার পূর্ব্বে ও উত্তরে। কামস্কাট্কা সাগর উত্তর আমেরিকা ও কামস্কাট্কার মধ্যে। কারা সাগর রুশিয়ার উত্তর। লিবাঁৎসাগর ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব ভাগ। এডেন উপসাগর লোহিত সাগরের অন্তর্গত। লোহিত সাগর আফ্রিকা ও আরবের মধ্যবর্ত্তী। পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগর আরব ও পারস্যের মধ্যে। আরব সাগর ভারতবর্ষ ও আরবের মধ্যবর্ত্তী। কাম্বে ও কচ্ছ উপসাগর ভারতবর্ষের পশ্চিম। মান্নার উপসাগর ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে। বঙ্গোপসাগর ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বউপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী। মার্ত্তাবান ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ। চীনসাগর চীনের দক্ষিণ। শ্যাম উপসাগর ও টঙ্কিন উপসাগর চীনসাগরেরই কিয়দংশ। পূর্ব্বসাগর চীন ও লুচু দ্বীপের মধ্যে। পীতসাগর কোরিয়া ও চীনের মধ্যবর্ত্তী। পিচিলি পীত সাগরেরই কিয়দংশ। জাপান সাগর জাপান ও মাঞ্চুরিয়ার মধ্যে। তাতার উপসাগর সাগালিয়েন দ্বীপের দক্ষিণ। ওখটস্ক সাগর সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে।

প্রণালী।

বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী, আরব ও লোহিত সাগরের মধ্যে।

অর্ম্মজ প্রণালী, আরব ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে। পক্ প্রণালী, ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে। মলক্কা, সুমাত্রা ও মালয়ের মধ্যে। শুণ্ডা, সুমাত্রা ও যাবাদ্বীপের মধ্যে। মাকাসার, সেলিবিস ও বোর্ণিও দ্বীপের মধ্যে। ফরমোসা প্রণালী, ফরমোসা ও চীনের মধ্যে। কোরিয়া প্রণালী, কোরিয়া ও জাপানের মধ্যে। লাপি-রোজ, সাগালিয়েন ও যেসো দ্বীপের মধ্যে। বেরিং প্রণালী, এসিয়া ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে।

হ্রদ।

বৈকাল হ্রদ, সাইবিরিয়ার দক্ষিণ, আয়তনে আরল হ্রদের অর্দ্ধ এবং এসিয়ার মধ্যে বৃহৎ ও সুস্বাদু জলবিশিষ্ট। বলখাস, আরল হ্রদের পূর্ব্বে, বৈকাল অপেক্ষা কিছু ছোট। ইসিক্কুল বলখাসের দক্ষিণ। আরল হ্রদ, কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বে, আয়তনে লঙ্কাদ্বীপ অপেক্ষা বৃহৎ। কাস্পিয়ান হ্রদ আয়তনে বাঙ্গলার দ্বিগুণ, পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ লবণাক্ত হ্রদ, রুশিয়া ও তাতারের পশ্চিম। উর্মিয়া পারস্যের মধ্যে। ভান্, তুসগোল ও মরুসাগর তুরস্কদেশে; এগুলি লবণাক্ত জলবিশিষ্ট। লবণর, পূর্ব্ব তাতারের মধ্যে। টেংগ্রিনর তিব্বতের মধ্যে।

(তুসগোলের জল সমস্ত হ্রদ অপেক্ষা লবণাক্ত। মরুসাগরের জলে লবণ ও গন্ধকের অংশ এতই অধিক যে মৎস্যাদি জন্মে না এবং তীরে বৃক্ষাদিও জন্মে না। ইহাতে ডুবিবার ভয় নাই, সুতরাং যাহারা সন্তরণ জানে না তাহারা ইহার জলে সহজেই সন্তরণ শিক্ষা করিতে পারে।)

নদী।

নাম।	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
লেনা	বৈকালহ্রদ হইতে বাহির হইয়া এসিয়িক রুশিয়ার মধ্য দিয়া উত্তর সাগরে।	ইয়াকুটস্ক, বুনাম।
ইনিসি	আলটাই পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া এসিয়িক রুশিয়ার মধ্য দিয়া উত্তর সাগরে।	ক্রাচ্‌নোইরাস্ক, ইর্খুটস্ক।
ওবী	আল্‌টাই পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া এসিয়িক রুশিয়ার মধ্য দিয়া ওবী উপসাগরে।	টোবলস্ক, ওমস্ক, বেরিলন।
সিহন	থিয়ানসান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া তুরস্কের মধ্য দিয়া আরল হ্রদে।	খোকান, কাসালা।
আম্‌ বা ওকসাস	হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া তুরস্কের মধ্য দিয়া আরল হ্রদে।	খিবা।
জর্ডন (১)	লেবানন পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া মরু সাগরে।	বেথলিহেম।
টাইগ্রিস্‌ ও ইউফ্রেটিস্‌	আর্ম্মিনিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া মেসপটেমিয়ার মধ্য দিয়া পারস্য উপসাগরে।	মোসল, বগদাদ, বশোরা, এরজেরুম

(১) এই নদী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের পবিত্র নদী, যেরূপ হিন্দুদিগের গঙ্গানদী।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
সিন্ধু (১)	হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আরব সাগরে।	করাচী, তত্তা, হায়দরাবাদ, মিথুনকোট, ডেরাগাজি খাঁ, ডেরাইস্মাইল খাঁ, আটক, লেহ।
নর্ম্মদা	গন্দাবানা পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া কাম্বে উপসাগরে।	হোসঙ্গাবাদ, বরোচ।
তাপ্তী	বেরার হইতে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া কাম্বে উপসাগরে।	স্থরাত।
কাবেরী	পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে।	শ্রীরঙ্গপত্তন, ত্রিচিনপল্লী, তাঞ্জোর।
কৃষ্ণা	ঐ ঐ	কলহাপুর, মছলিপট্টন।
গোদাবরী	ঐ ঐ	রাজমহেন্দ্রী।
মহানদী	সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের মধ্য হইতে বাহির হইয়া উড়িষ্যার মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে।	সম্বলপুর, কটক,

(১) সিন্ধুর উপনদী শতদ্রু, বিপাসা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিতস্তা এই পঞ্চনদী যে দেশের মধ্য দিয়া গিয়াছে উহার নাম পঞ্জাব হইয়াছে। সিন্ধুর অপর উপনদী কাবুল নদী, আফগানিস্থানের মধ্যে।

নাম।	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
গঙ্গা (১)	হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে।	হরিদ্বার, অনুপসহর, ফরেক্কাবাদ, কনোজ, কানপুর, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, বারাণসী, গাজিপুর, পাটনা, মুঙ্গের, রাজমহল।
যমুনা	ঐ এলাহাবাদে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে	যমুনোত্রী, পানিপথ, দিল্লী, মথুরা, আগ্রা, এলাহাবাদ।
ব্রহ্মপুত্র	হিমালয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আসাম ও বাঙ্গলার মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে।	তুরঙ্গ, তেজপুর, কামরূপ, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ময়মনসিংহ।
ইরাবতী	চীনের দক্ষিণ পশ্চিম হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া মার্ত্তাবান উপসাগরে।	মান্দালাই, আবা, প্রোম।
সলুয়েন	তিব্বত দেশীয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া চীনের দক্ষিণ পশ্চিম ও ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া মার্ত্তাবান উপসাগরে।	মার্ত্তাবান।

(১) গঙ্গার উপনদী যমুনা, চাম্বেল, বেটোয়া, সোন, কুশী, গোমতী, গগরা, গণ্ডক, বাঁগমতী, ভাগীরথী, ও দামোদর। গঙ্গা নদী হিন্দুদিগের পবিত্র নদী, ইহাতে স্নান করিলে সমস্ত পাপ দূর হয়।

নাম।	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
মেনাম	তিব্বত দেশীয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া শ্যাম দেশের মধ্য দিয়া শ্যাম উপসাগরে।	ব্যাঙ্কক।
মেকং	তিব্বত দেশীয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া চীনের দক্ষিণ পশ্চিম ও কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়া চীন সাগরে।	কাম্বোজ।
কাণ্টন	চীন দেশের পশ্চিম পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া চীনের মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে।	কাণ্টন নগর।
ইয়ংসিকিয়ং	মঙ্গোলিয়ার পাহাড় হইতে বাহির হইয়া চীনের মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে।	হান্কাও, নান্কীন টঙ্কিন, সাংহি।
হোয়ান্হো	ঐ পিচিলি উপসাগরে।	কাইকং, লাঞ্চু।
পীহো	চীন দেশীয় পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া চীনের মধ্য দিয়া পিচিলি উপসাগরে।	পিকিন।
আমুর	ইয়াবোলনী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া চীন ও রুশিয়ার সীমার মধ্য দিয়া তারতারী উপসাগরে।	সাগালিয়ান, উনা, নিকনিয়ায়্।

জলবায়ু—এসিয়ার দক্ষিণাংশ গরম, মধ্যভাগ গ্রীষ্মকালে

উষ্ণ ও শীতকালে শীতল, উত্তরাংশ অতিশয় শীতল। দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশ যথাক্রমে বিষুবরেখা হইতে কুমেরু ও সুমেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমাংশে কতক দেশে, আরব ও মধ্যএসিয়ায় প্রায় বৃষ্টি হয় না। সাইবিরিয়ার অনেক নদ নদীর জল বৎসরের ৯ মাস জমিয়া থাকে। মধ্য এসিয়াতেও শীত ঋতু অধিক দিন স্থায়ী। মরুভূমিও এসিয়ায় কম নাই, তথায় বিষাক্ত প্রাণনাশক বায়ু প্রবাহিত হয়।

উৎপন্ন—এসিয়ায় বহুমূল্য ধাতু ও প্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বহুমূল্য হীরক পাওয়া যায়। সাইবিরিয়ায় স্বর্ণ ও রৌপ্য; চীনদেশে পারদ ও টীন; পূর্ব্ব উপদ্বীপে লৌহ, রঙ্গ, তাম্র, কয়লা, কেরোসিন তৈল এবং লবণ পাওয়া যায়। ধান্য, গম এবং যব এসিয়ার দক্ষিণাংশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে, মসলা ও নারিকেল ইত্যাদি অনেক হয়। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ ও লঙ্কা দ্বীপে চা উৎপন্ন হয়। তুলা, পাট ও নীল ভারতবর্ষে জন্মে। ইক্ষু, নারিকেল, সুপারি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানেই অধিক পাওয়া যায়।

আরণ্য ও গৃহপালিত জন্তু—এসিয়ায় নানা জাতীয় জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তী, গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মৃগ, শৃগাল, কৃষ্ণসার ও অনেক প্রকার সর্প ও সুন্দর সুন্দর পাখী আছে। সমস্ত পৃথিবীতে যত প্রকার জন্তু আছে এসিয়াতে প্রায় সমস্ত দেখা যায়। আরব, পারস্য ও পেগুর ঘোটক অতি প্রশংসিত। উত্তর এসিয়ায় ভল্লূক, উল্কামুখী, এবং উত্তম লোমশালী জন্তু পাওয়া যায়। গো, হস্তী, ঘোটক, কুকুর, বিড়াল, বল্লা-হরিণ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু আছে।

শাসনপ্রণালী—ভারতবর্ষ ভিন্ন আর অন্য দেশে যথেচ্ছাচার প্রণালী প্রচলিত।

ধর্ম্ম—পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান এসিয়া। আরব, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, মালয় প্রভৃতি দেশে মুসলমান ধর্ম্ম। ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্ম্ম। আর্ম্মিণিয়ায় খৃষ্টধর্ম্ম। চীন, জাপান, তিব্বত, পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও লঙ্কা প্রভৃতিতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত।

বাণিজ্য দ্রব্যসমূহ।

রুশিয়া হইতে পশম; পূর্ব্ব তাতার হইতে মেষ, ঘোটক, উষ্ট্র, বৃষ; পশ্চিম তাতার হইতে রেশম, পশম ও মেষচর্ম্ম; পারস্য দেশ হইতে খেজুর, সুখাদ্য শুষ্ক ফল, গোলাপজল, গালিচা, জাফরাণ, ইত্যাদি; আরব দেশ হইতে ঘোটক ও কাফি, আফগানিস্থান হইতে সুখাদ্য ফল ও ঘোটক; বেলুচিস্তান হইতে ঘোটক ও পশুচর্ম্ম; ভারতবর্ষ হইতে চিনি, নীল, আফিং, ধান্য, পাট, রেশম, তুলা, লাক্ষা, হরিদ্রা, চর্ম্ম ও শৃঙ্গ; সিংহল দ্বীপ হইতে দারুচিনি, নারিকেল, সুপারি, তামাক, কাফি ও মুক্তা; পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, ধান্য, মরিচ, কার্পাস, হস্তিদন্ত, তুলা, সেগুনকাষ্ঠ, বেত ইত্যাদি; চীন দেশ হইতে মিছরী, হস্তিদন্ত, চা, কচ্ছপের অস্থি নির্ম্মিত খেলনা, কাচের বাসন, চীনা বাসন, রেশম, চিনি, কাগজ, ফলের মোরব্বা, বাক্স ও কর্পূর; জাপান হইতে চীনের বাসন, ভাল চামড়ার ব্যাগ, রেশম ও কর্পূর; তিব্বত হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, পশমী কাপড়, ছাগলোম ও চর্ম্ম, মৃগনাভি এবং সৈন্ধব লবণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিম সীমা আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান ও আরব সাগর, দক্ষিণ সীমা ভারত মহাসাগর, পূর্ব্ব সীমা বঙ্গোপসাগর এবং ব্রহ্মদেশ।

আকার ত্রিভুজের ন্যায়, দক্ষিণ দিকে সরু। লম্বে উত্তরদক্ষিণে এবং পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় সমান, ১৮০০ মাইল হইবে। পরিমাণ ফল ১০½ লক্ষ বর্গ মাইল। তুলনায় ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর এক আনা স্থান হইবে। ইউরোপের ⅓ অংশ এবং গ্রেটবৃটন দ্বীপের দ্বাদশ গুণ বৃহৎ। লোক সংখ্যা ২৫ কোটীর উপর।

প্রাকৃতিক বিভাগ ;—প্রধানতঃ ভারতবর্ষ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। আর্য্যাবর্ত্ত আবার চারিভাগে বিভক্ত,—যথা হিমালয় প্রদেশ, পূর্ব্বপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম প্রদেশ, এবং দাক্ষিণাত্যও চারিভাগে বিভক্ত,—যথা নর্ম্মদা প্রদেশ, গোদাবরী প্রদেশ, কৃষ্ণা প্রদেশ ও কাবেরী প্রদেশ।

কাশ্মীর, সর্ম্মুর, গড়োয়াল, কুমায়ুন, নেপাল, সিকিম, ভোট এই কয়েকটী হিমালয় প্রদেশ। বিহার, বাঙ্গলা, আসাম এই তিনটী পূর্ব্ব প্রদেশ। দিল্লী, অযোধ্যা, রাজপুতনা, আগরা, এলাহাবাদ, মালব, আজমীর, বুন্দেলখণ্ড ও রীবা এই কয়েকটী মধ্যপ্রদেশ। পঞ্জাব, সিন্ধু, কচ্ছ ও গুজরাট এই কয়েকটি পশ্চিমপ্রদেশ।

উড়িষ্যা, খান্দেশ, গণ্ডোবন ও বিরার এই চারিটি নর্ম্মদা প্রদেশ। আরঙ্গাবাদ, হয়দরাবাদ, বিদর, কঙ্কন ও উত্তর সরকার এই পাঁচটী গোদাবরী প্রদেশ। উত্তর কর্ণাট, বালাঘাট, বীজাপুর এই তিনটী কৃষ্ণা প্রদেশ। মালবার, দক্ষিণ কর্ণাট, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কোড়, কাঁনাড়া, কোচীন ও দ্রাবিড় এই সাতটী কাবেরী প্রদেশ।

আধুনিক ভারতবর্ষের রাজকীয় বিভাগ।

(১) ইংরেজ অধিকার, (২) করদ ও মিত্ররাজ্য (৩) স্বাধীনরাজ্য (৪) অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির অধিকার।

(১) ইংরেজাধিকার।

ইংরেজাধিকৃত প্রদেশ সমূহ	রাজাধানী
(১) লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন বঙ্গদেশ বা লোয়ার প্রভিন্স	কলিকাতা
(২) ঐ ঐ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ	এলাহাবাদ
(৩) ঐ ঐ পঞ্জাব	লাহোর
(৪) চীফ্ কমিসনারের অধীন আসাম	শিলং
(৫) ঐ ঐ অযোধ্যা	লক্ষ্ণৌ
(৬) ঐ ঐ সেণ্ট্রাল প্রভিন্স ...	নাগপুর
(৭) ঐ ঐ বেরার	অকোলা
(৮) গবর্ণরের অধীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	বোম্বাই
(৯) ঐ ঐ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ...	মাদ্রাজ
(১০) কমিসনারের অধীন কুর্গ	মারকেরা
(১১) ঐ ঐ আজমীঢ়	আজমীঢ়

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের অধীনে সুপ্রীম গবর্ণমেণ্ট এবং সেই সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টের অধীনে উপরোক্ত প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট আছেন।

করদ ও মিত্র রাজ্য—যে রাজ্যগুলি ইংরেজ অধিকার ভুক্ত নয় কিন্তু নানা প্রকারে তাঁহাদের অধীন সেই সকল রাজ্য করদ ও মিত্র রাজ্য। ভারতবর্ষে করদ ও মিত্র রাজ্য প্রায় ৬½ শত হইবে। পরিমাণ ফল প্রায় ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৬½ কোটীর উপর।

(২) করদ ও মিত্র রাজ্য।

(যে যে গুলি প্রধান আকার অনুসারে তাহাদের নাম দেওয়া গেল)।

রাজ্যের নাম।			রাজধানী।
(১) হায়দরাবাদ	...	...	হায়দরাবাদ
(২) কাশ্মীর	...	...	শ্রীনগর
(৩) যোধপুর	...	...	যোধপুর
(৪) গোয়ালিয়ার	...	...	গোয়ালিয়ার
(৫) মহীশূর	...	...	বঙ্গলুরু
(৬) বিকানীর	...	...	বিকানীর
(৭) যশলমির	...	...	যশলমির
(৮) বাহাবলপুর	...	...	বাহাবলপুর
(৯) জয়পুর	...	...	জয়পুর
(১০) বাষ্টার	...	...	বাষ্টার
(১১) উদয়পুর	...	...	উদয়পুর
(১২) ইন্দোর	...	...	ইন্দোর
(১৩) ভূপাল	...	...	ভূপাল
(১৪) ত্রিবাঙ্কোড়	...	...	ত্রিবান্দ্রম্
(১৫) পাতিয়ালা	...	...	পাতিয়ালা
(১৬) বরদা	...	...	বরদা
(১৭) আলওয়াল	...	...	আলওয়াল

উপরোক্ত এই কয়কটী বৃহৎ তৎপর নিম্নলিখিত আরও অনেক আছে। রাজপুতনা (১৮টী করদমিত্র রাজ্য ইহার অন্তর্গত);

মণিপুর* —মণিপুর; কুচবিহার—কুচবিহার; ভরতপুর—ভরতপুর; ঢোলপুর—ঢোলপুর; কোচীন—ত্রিশূর; টঙ্ক—টঙ্ক; রামপুর—রামপুর; কপূর্রতলা—কপূর্রতলা; কাম্বে—কাম্বে; কর্চ্ছ—ভূজ; কোলাপুর—কোলাপুর; সাবন্তবাড়ী—সাবন্তবাড়ী; ক্ষীরপুর—ক্ষীরপুর; কাটীগর—রামকোট; পদুকোট—পদুকোট। স্বাধীন রাজ্য নেপাল ও ভোট—লোক সংখ্যা ২৭ লক্ষ; পরিমাণফল ৭০৮০০ বর্গমাইল। নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড, ভোটের রাজধানী পুণ্যাখ বা দশন।

অন্য ইউরোপীয় জাতীর অধিকার—পরিমাণফল ২৫৬৮ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ৭½ লক্ষ।

ফরাশীদিগের অধিকৃত—চন্দননগর, মাহে, কারিকোল ও পাঁদিচেরী।

পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত—গোয়া, দমন ও দিউ।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট।

বাঙ্গলা, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা এই কয়েকটী প্রদেশ বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন। ইহাতে ৯টী বিভাগ আছে এবং ৪৮টী জেলা ইহাদের অন্তর্গত। ইহাকে বঙ্গদেশ বা লোয়ার প্রভিন্স বলে। লেপ্টেনাণ্টগবর্ণর ইহার সর্ব্বোচ্চ শাসন কর্ত্তা। রাজস্ব ১৯½ কোটী টাকা। পরিমাণফল ২ লক্ষ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা প্রায় ৭ কোটীর উপর। রাজধানী—কলিকাতা।

* মণিপুরের যুদ্ধের পর তথাকার সেনাপতির প্রাণদণ্ড ও মহারাজের দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে এবং উক্ত রাজপদে মণিপুর রাজবংশের একটী শিশুকে স্থাপিত করা হইয়াছে। এক জন রাজপুরুষ ঐ শিশুর হইয়া রাজকার্য্য করিতেছেন।

১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ

জিলা	প্রধাননগর	জিলা	প্রধান নগন
১। কলিকাতা	কলিকাতা (১)	৪। যশোহর	যশোহর, নড়াল, বনগ্রাম, মাগুড়া, ঝিনাইদহ।
২। ২৪ পরগণা	আলিপুর, (২) বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার, দমদমা, সিয়ালদহ, বারইপুর।	৫। খুলনা	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাঘেরহাট।
৩। নদীয়া	কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ।	৬। মুর্ষিদাবাদ	বহরমপুর, মুর্ষিদাবাদ, (৩) জঙ্গিপুর, লালবাগ, কান্দি, বালুচর।

২। বর্দ্ধমান বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগয়	জিলা	প্রধান নগর
১। বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমান, কাটোয়া, কালনা, রাণীগঞ্জ।	৪। মেদিনীপুর	মেদিনীপুর, তমোলুক, ঘাটাল, কাঁথি।
২। বাঁকুড়া	বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর (৪)	৫। হুগলী	হুগলী, চুঁচড়া, শ্রীরামপুর, জাহানাবাদ।
৩। বীরভূম	সিউড়ি, রামপুরহাট	৬। হাবড়া	হাবড়া, উলবেড়িয়া

(১) কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী, হুগলী নদীর উপর, গবর্ণরজেনেরলের বাসস্থান এবং প্রধান বানিজ্য স্থান।

(২) আলীপুর কলিকাতার দক্ষিণ, বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্টগবর্ণর এখানে বাস করেন।

(৩) ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা মুর্ষিদাবাদের নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশী নামক স্থানে পরাস্থ করেন। মুর্ষিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী ছিল।

(৪) বিষ্ণুপুর উত্তম তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ।

৩। রাজসাহী ও কোচবিহার বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর
১। দিনাজপুর	দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ।
রঙ্গপুর	রঙ্গপুর, গাইবাঁধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী বা বাগডগড়া।
৩। রাজসাহী	রামপুরবোয়ালিয়া, নাটোর, নওগাঁ।
৪। বগুড়া	বগুড়া।
৫। পাবনা	পাবনা, সিরাজগঞ্জ (১)
৬। দার্জিলিং (২)	দার্জিলিং, খরষাণ, পাঙ্খাবাড়ী, শিলিগুড়ী।
৭। জলপাইগুড়ী	জলপাইগুড়ী(৩), তেতুলিয়া, আলিপুর।

৪ ঢাকা বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর
১। ঢাকা	ঢাকা(৪), মুন্সিগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
২। ফরিদপুর	ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারিপুর।
৩। বাখরগঞ্জ	বরিশাল, পিরোজপুর, পাটুয়াখালি, দৌলতখাঁ, ভোলা।
৪। ময়নসিংহ	ময়নসিংহ, জামালপুর, আটীয়া, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, সেরপুর, নেত্রকোণা।

(১) সিরাজগঞ্জ ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনানদীর ধারে, উত্তম পাটের জন্য বিখ্যাত এবং পাটের প্রসিদ্ধ ব্যবসা স্থান। ইহার ৮ ক্রোশ পশ্চিমে করতোয়া নদীর ধারে ভবাণীপুর নামক স্থানে দেবী ভবাণী নামক মহাপীঠ আছেন।

(২) দার্জিলিঙ্গের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এখানে গ্রীষ্মকালে বাস করেন।

(৩) এখানে জল্পেশ নামক শিব আছেন, এখানে মেলা হয়।

(৪) ঢাকা কাপড় ও শিল্পের জন্য বিখ্যাত। নারায়ণগঞ্জ একটী প্রধান বানিজ্য স্থান।

৫। চট্টগ্রাম বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম(১), পটিয়া, রাঙ্গামাটী, কক্সবাজার, সীতাকুণ্ডু।	৩। নোয়াখালী	নোয়াখালী, ফেনী, সুধারাম, ভুলুয়া।
২। ত্রিপুরা	কুমিল্লা, ব্রহ্মণবাড়িয়া, চাঁন্দপুর।	৪। দক্ষিণ লুসাই পাহাড়	লুঙ্গলে।

৬। পাটনা বিভাগ। (বিহার প্রদেশ)

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। পাটনা	পাটনা, দানাপুর, বিহার, বাড়।	৪। মজঃফরপুর	মজঃফরপুর, হাজীপুর, সীতামারী।
২। গয়া	গয়া (২), সহরঘাটী, নবাদা, অরাঙ্গাবাদ।	৫। দ্বারবঙ্গ	দ্বারবঙ্গ, মধুবনী, তাজপুর।
৩। শাহাবাদ	আরা, ডুমরাও, সাসিরাম, বক্সার (৩) ভূবুয়া।	৬। শারণ	শারণ, ছাপরা, মিউয়ান, গোপালগঞ্জ।
		৭। চম্পারণ	মতিহারী, বেতিয়া

৭। ভাগলপুর বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। ভাগলপুর	ভাগলপুর, সুপোল, মধেপুর।	২। মুঙ্গের	মুঙ্গের, বিগুসরাই, জামালপুর, জামুই।

(১) এই স্থানে প্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ নামক শিব আছেন। হিন্দুদের তীর্থ স্থান, এ স্থানে পিণ্ডদান করে।

(২) গয়া হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান এখানে পিণ্ডদান করে।

(৩) মিরকাশীম এ স্থানে ইংরেজদের কর্তৃক পরাস্ত হন।

জিলা — প্রধান নগর

৩। পূর্ণিয়া—পূর্ণিয়া, কৃষ্ণগঞ্জ, আরারিয়া, বলরামপুর।

৪। সাঁওতালপরগণা—নয়াদুম-খাঁ, দেওঘর (১), পাকুড়, গড্ডা, জামতারা, রাজমহল।

৫। মালদহ—মালদহ,(২) ইংরেজবাজার।

৮ কটক বিভাগ। (উড়িষ্যাপ্রদেশ)

জিলা — প্রধান নগর

১। কটক—কটক, জাজপুর, কেন্দ্রাপাড়া।

২। পুরী (৩)—পুরী, খুরদা।

৩। বালেশ্বর—বালেশ্বর(৪),ভদ্রক

৪। অঙ্গুল।

৫। বাঁকী।

৯। ছোটনাগপুর বিভাগ। (ছোটনাগপুর)

জিলা — প্রধান নগর

১। হাজারিবাগ—হাজারিবাগ, পচম্বা, গিরিধি (৫)

২। লোহার্ডাগা—রাঞ্চি, প্যালামৌ।

৩। সিংহভূম—চাঁইবাসা।

৪। মানভূম—পুরুলিয়া, গোবিন্দপুর।

কোচবিহার, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও উড়িষ্যার ১৭টী করদ মহাল, এবং ছোটনাগপুরের ৭টী গড়জাত মহাল আছে এই সকল করদ রাজ্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন।

---

(১) এখানে বৈদ্যনাথ নামে প্রসিদ্ধ শিব আছেন।

(২) মালদহ অম্রের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৩) পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে। এস্থানে বহু হিন্দুযাত্রীগণের সমাগম হয়। জাজপুরে পিণ্ড দান করে।

(৪) ধাতু ও প্রস্তরের কার্য্যের জন্য খ্যাত।

(৫) গিরিধির জলবায়ু স্বাস্থ্য কর।

জিলা			প্রধান নগর
কোচবিহার	...	...	কোচবিহার
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা	...	...	আগরতলা

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা গবর্ণমেণ্ট।

এলাহাবাদ, বেনারস, আগরা, রোহিলখণ্ড, মিরাট, কুমায়ুন, ঝাঁসি ও অযোধ্যার চীফ্ কমিসনারের অধীন প্রদেশও এই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিন। রাজস্ব প্রায় ৯ কোটী টাকা। পরিমাণফল ৫ লক্ষ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৫ কোটীর উপর; রাজধানী—এলাহাবাদ।

১। এলাহাবাদ বিভাগ।

জিলা প্রধান নগর	জিলা প্রধান নগর
১। এলাহাবাদ (১)—প্রয়াগ।	৫। হমীরপুর—রাট, হমীরপুর।
২। বাঁদা—বাঁদা।	৬। ঝালৌন—কাল্পি, ঝালৌন।
৩। ফতেপুর—ফতেপুর।	৭। ঝাসি—ঝাসি, ললিতপুর।
৪। কানপুর—(২) কানপুর।	

২। বেনারস।

জিলা প্রধান নগর	জিলা প্রধান নগর
১। বেনারস (৩)—বেনারস, রামনগর।	৩। মির্জ্জাপুর—মির্জ্জাপুর (৫), চুনার।
২। গাজীপুর (৪)—গাজীপুর।	৪। বলিয়া—বলিয়া।
	৫। জৌনপুর—জৌনপুর সহর।

(১) গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের রাজধানী ও সৈনানিবাসের জন্য প্রসিদ্ধ। এটী হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান।

(২) ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় নানা সাহেবের হত্যাকাণ্ডের জন্য বিখ্যাত।

(৩) হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ স্থান।

(৪) আতর ও গোলাপজলের জন্য প্রসিদ্ধ।

(৫) কার্পাস বানিজ্যের স্থান।

৩। গোরক্ষপুর বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। আজমগড়	—আজমগড়।	৩। বস্তী	—বস্তী, মিহিন্দাবল।
২। গোরক্ষপুর	—গোরক্ষপুর।		

৪। আগরা বিভাগ।

জেলা	প্রধান নগর	জেলা	প্রধান নগর
১। আগরা	—(১) আগরা।	৪। মইনপুরী	—মইনপুরী।
২। মথুরা	—মথুরা, বৃন্দাবন(২)।	৫। ইটারা	—ইটারা।
৩। ফরক্কাবাদ	—ফরক্কাবাদ।	৬। ইটা	—খাসগঞ্জ, ইটা।

৫। রোহিলখণ্ড বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। শাহজহাঁপুর	—শাহজহাঁপুর।	৪। মুরাদাবাদ	—মুরাদাবাদ।
২। বেরিলী	—বেরিলী।	৫। বিজনোর	—বিজনোর, নগীনা
৩। বদাঁও	—বদাঁও।	৬। পিলিভীৎ	—পিলিভীৎ।

৬। মিরাট বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। মিরাট	—মিরাট।	৪। আলীগড়	—কোয়েল, আলীগড়।
২। মজঃফরনগর	—মজঃফরনগর, কৈরাণ।	৫। সহারণপুর	—সহারণপুর, হরিদ্বার (৩)।
৩। বুলন্দসহর	—বুলন্দসহর, খুর্জ্জা।	৬। ডেরাডুন	—ডেরাডুন, মশুরী

(১) এখানে প্রসিদ্ধ তাজমহল আছে। (২) হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান।
(৩) হিন্দুদিগের একটী তীর্থ স্থান, এ স্থানে মেলা হয়।

৭। কুমায়ুন বিভাগ

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। আলমোড়া—	আলমোড়া, রাণীক্ষেত্র।	৩। নাইনিতাল—	নাইনিতাল, কাশীপুর।
২। গড়বাল—	পৈরী, শ্রীনগর।		

অযোধ্যা প্রদেশ।

১। লক্ষ্নৌ বিভাগ

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। লক্ষ্নৌ—	লক্ষ্নৌ।	৪। সীতাপুর—	খাইরাবাদ।
২। উনাও—	পর্ব্বা।	৫। হর্দ্দ্রূয়ী—	সাহাবাদ, হর্দ্দ্রূয়ী।
৩। রায়বেরেলী—	রায়বেরেলী।	৬। খেরী—	খেরী, লক্ষ্মীপুর।

২। ফৈজাবাদ বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। ফৈজাবাদ,—	ফৈজাবাদ, অযোধ্যা (১)।	৪। সুলতানপুর—	পার্কিন্সগঞ্জ
২। গোঁদা—	গোঁদা, বিদ্যানগর	২। বড়বাঁকি—	নবাবগঞ্জ।
৩। ব্যারাইচ—	ব্যারাইচ।	৬। প্রতাপগড়—	প্রতাপগড়।

পঞ্জাব প্রদেশ।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন দশটী বিভাগে ৩১টী জেলা আছে। রাজস্ব প্রায় ৪২ কোটী টাকা; পরিমাণফল ২ লক্ষ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ২ কোটী। রাজধানী—লাহোর।

---

(১) হিন্দুদিগের তীর্থস্থান।

১। দিল্লী বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। দিল্লী—	দিল্লী(১), শোণিপথ।	৫। হিসার—	হিসার, ভিবানী।
২। কর্ণাল—	পাণিপথ(২), কর্ণাল	৬। রোহতক	রোহতক।
৩। গুড়গাঁও—	গুড়গাঁও, রিবাড়ী।	৭। আম্বালা—	থানেশ্বর, আম্বালা (৩)।
৪। শীর্ষা—	শীর্ষা, হাঁসি।	৮। সিমলা—	সিমলা। (৪)

২। জলন্ধর বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। ফিরোজপুর—	ফিরোজপুর, মুদকী।	৪। জলন্ধর—	জলন্ধর।
২। হুশিয়ারপুর—	হুসিয়ারপুর।	৫। কাঙ্গড়া—	কাঙ্গড়া, নুরপুর, জ্বালামুখী (৬)।
৩। লুধিয়ানা—	(৫) জগরাঁও, লুধিয়ানা।		

(১) দিল্লী যমুনা নদীর তীরে, মুসলমানদিগের রাজধানী ছিল।

(২) তিনটী প্রধান যুদ্ধের স্থান।

(৩) একটী প্রধান সৈনিক আবাস আছে; কুরুক্ষেত্র থানেশ্বরের নিকটবর্ত্তী, এখানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়।

(৪) এখানকার জলবায়ু অতিশয় উৎকৃষ্ট, ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল সদলে বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় এখানে বাস করেন।

(৫) সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য স্থান।

(৬) হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান, এখানে সর্ব্বদা অগ্নি জ্বলিতেছে।

৩। লাহোর বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। অমৃতসর	—অমৃতসর (১)।	৪। ঝঙ্গ	—মেঘিয়ানা, ঝঙ্গ।
২। গুরুদাসপুর	—গুরুদাসপুর, বটাল।	৫। মুলতান	—মুলতান (৩), লোধরণ।
৩। লাহোর	—(২) লাহোর।	৬। মণ্টগোমরী	—মণ্টগোমরী,

৪। রাবলপিণ্ডী বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। রাবলপিণ্ডী	—রাবলপিণ্ডী, মুরী।	৪। শাহপুর	—ভেরা, শাহপুর।
২। ঝেহলম্	—পিণ্ডদাদনখাঁ, ঝেহলম্।	৫। গুজরণবালা	—গুজরণবালা।
৩। গুজরাট	—গুজরাট, জালালপুর, চিনিয়নবালা।	৬। শিয়ালকোট	—শিয়ালকোট।

৫। ডেরাজাত বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। বন্নু	—বন্নু, এড্‌ওয়ার্ডসাবাদ	৩। ডেরাগাজিখাঁ	—ডেরাগাজিখাঁ।
২। ডেরাইস্মাইলখাঁ	—ডেরাইস্মাইলখাঁ।—	৪। মুজঃফরগড়	—মুজঃফরগড়

(১) শিখদিগের পবিত্র তীর্থ স্থান ও একটী বাণিজ্য বন্দর।

(২) পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী।

(৩) একটী বৃহৎ বাণিজ্য স্থান।

৬। পেশাবর বিভাগ।

জেলা	প্রধান নগর	জেলা	প্রধান নগর
১। পেশাবর—	পেশাবর (১), আটক।	৩। হাজারা—	হরিপুর, এবটাবাদ।
২। কোহাট—	কোহাট।		

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

এই প্রেসিডেন্সি এক জন গবর্ণরের অধীন ইহাতে ২৪টী জেলা আছে। রাজস্ব ১২½ কোটী টাকারও অধিক। পরিমাণফল ২ লক্ষ বর্গমাইল; লোক সংখ্যা প্রায় ২½ কোটী; রাজধানী বোম্বাই।

১। উত্তর বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। বোম্বাই—	বোম্বাই (২)।	৪। পঞ্চমহাল—	গোধরা।
২। আহমদাবাদ—	আহমদাবাদ (৩)	৫। বরোচ—	বরোচ।
৩। খেড়া—	খেড়া।	৬। টানা—	টানা।
		৭। সুরত—	সুরত (সৌরাষ্ট্র) (৪

১। খাইবার পাশের নিম্নে ও ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় অবস্থিত।

২। এই প্রেসিডেন্সির রাজধানী, প্রসিদ্ধ বানিজ্য স্থান, একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত।

৩। মুসলমান রাজত্ব কালে গুজরাটের রাজধানী ছিল।

৪। প্রসিদ্ধ সোমনাথ নামক শিব আছেন, হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান।

২। মধ্য বিভাগ

জিলা	প্রধাননগর	জিলা	প্রধাননগর
১। পুনা—	পুনা (১)।	৫। নাসিক (পেণ্টসহিত)—	নাসিক। (২)
২। শোলাপুর—	শোলাপুর।	৬। সেতারা—	সেতারা (৩)
৩। অহমদনগর—	অহমদনগর		
৪। খান্দেশ—	ধুলিয়া।		

৩। দক্ষিণ বিভাগ

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। বেলগাম—	বেলগাম।	৪। কানড়—	করাবর, কুমটে।
২। রত্নাগিরি—	রত্নাগিরি।	৫। ধারবার—	ধারবার।
৩। বিজাপুর—	বিজাপুর।	৬। কোলাবা—	আলিবাগ।

৪। সিন্ধু বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর	জিলা	প্রধান নগর
১। করাচী—	করাচী, তত্তা (৪)।	৪। থর, পার্কর—	অমরকোট (৬)।
২। হায়দরাবাদ—	হায়দরাবাদ (৫)।	৫। উত্তর সিন্ধুসীমা—	জেকোবাবাদ।
৩। শিকারপুর—	শিকারপুর, সক্কর।		

১। মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজধানী ছিল, সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিখ্যাত।
২। হিন্দুদিগের তীর্থস্থান।
৩। সৈনিক আবাস ও দুর্গের জন্য বিখ্যাত।
৪। তত্তা, সমুদ্র বন্দর প্রাচীন নাম পাতাল।
৫। সিন্ধু প্র দেশের রাজধানী।
৬। আকবর নামক দিল্লীর সম্রাটের জন্মস্থান।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

এই প্রেসিডেন্সি একজন গবর্ণরের অধীন। ইহাতে ২২টী জেলা আছে। রাজস্ব প্রায় ১১ কোটী টাকা। পরিমাণফল প্রায় ১½ লক্ষ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৩½ কোটী। রাজধানী মান্দ্রাজ।

১। কর্ণাট বা মধ্য বিভাগ।

জিলা প্রধান নগর	জিলা প্রধান নগর
১। মান্দ্রাজ—মান্দ্রাজ (১)।	৫। কৃষ্ণা—মছলীপট্ট্যনম্।
২। নেল্লুরু—নেল্লুরু।	৬। বল্লারী—বল্লারী।
৩। উত্তর আর্কাড়ু—চিত্তরু, আর্কাড়ু (২), বেলোর।	৭। কর্ণূলু—কর্ণূলু।
	৮। কড়প—কড়প।
৪। চেঙ্গলপটু—সৈদাপেটৈ।	৯। অনন্তপুরম্—অনন্তপুরম্।

২। উত্তর বিভাগ।

জিলা প্রধান নগর	জিলা প্রধান নগর
১। গঞ্জাম—গঞ্জাম, ব্রহ্মপুরম	৩। গোদাবরী—কোকনদ, রাজমহেন্দ্রম।
২। বিশখপট্টন—বিশখপট্টন।	

৩। পশ্চিম বিভাগ।

জিলা প্রধান নগর	প্রধান নগর
১। শেলম্—শেলম্।	৪। কানাড়া—মঙ্গলুরু।
২। কোয়ম্বাটুর—কোয়ম্বাটুর।	৫। মলবার—কল্লিকট্ট।
৩। নিলগিরি—উতকমণ্ড (৩)।	

১। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে এই নগরে ইংরেজেরা প্রথমে একটী করেন, এক্ষণে এই প্রেসিডেন্সির রাজধানী।

২। কর্ণাটের পুরাতন মুসলমান রাজধানী।

৩। এখানকার জলবায়ু উত্তম।

৪। দক্ষিণ বিভাগ।

জিলা	প্রধান নগর
১। দক্ষিণ আর্কাড়	কডলুর।
২। তাঞ্জোর	(১) তঞ্জাবুর।
৩। মাদুরা	মাদুরা, দিন্দিগল।
৪। তিরুচিনা পল্লী	তিরুচিনা-পল্লী (২)।
তিরুনে বেলী।	

আসাম প্রদেশ।

এই দেশ একটী চীফ্ কমিশনারের অধীন। ইহাতে ১২টী জিলা আছে। রাজস্ব ৮০ লক্ষ টাকা। পরিমাণফল ৪৬ হাজার বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৪৯ লক্ষ। এখানে প্রচুর চা জন্মে। রাজধানী—শিলং।

জিলা	প্রধান নগর
১। কাছাড় (৩)	সিলচর, হাইলকান্দি।
গারোপাহাড়	তুরা।
৩। সিলেট	শ্রীহট্ট, (৪) হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
৪। নওগাঁ	নওগাঁ।
৫। খাসিয়া	চেরাপুঞ্জী (৫), শিলং
৬। নাগাপাহাড়	কহিমা।
৭। শিবসাগর	শিবসাগর, জোরহাট।

১। দক্ষিণ ভারতবর্ষে সংস্কৃত বিদ্যা চর্চ্চার অধিষ্ঠান।

২। দুর্গবন্ধ নগর।

৩। উত্তম চা জন্মে।

৪। কমলা লেবু পাওয়া যায়।

৫। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে জুন মাসের ভয়ানক ভূমিকম্পে এই স্থান ধ্বংশ হইয়া অনেক লোক বিনষ্ট হইয়াছে এদেশে এমন ভূমি কম্প আর কখন হয় নাই। এস্থানে পৃথিবীর মধ্যে অধিক বৃষ্টি হয়।

জেলা	প্রধান নগর	জেলা	প্রধান নগর
৮। দ্রুং (দরং)—তেজপুর, মোঙ্গলদই।		১০। কামরূপ—গৌহাটী (১) বড়পেটা।	
৯। গোয়ালপাড়া—ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া।		১১। লক্ষ্মীপুর—ডিব্রুগড়, লক্ষ্মীপুর।	
		১২। জয়ন্তিয়া—জোয়াই।	

মধ্য প্রদেশ—এই গবর্ণমেণ্টের অধীন নাগপুর, সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ। ইহাতে ১৯টী জেলা আছে। নাগপুর বিরারের রাজধানী, সাগরে সৈনিকাবাস আছে; জব্বলপুর সমৃদ্ধিশালী নগর; সম্বলপুর হীরকের খনির জন্য খ্যাত। আজমীঢ় একটী সুদৃশ্য নগর ও দুর্ভেদ্য দুর্গের জন্য বিখ্যাত।

হয়দরাবাদ প্রদেশ—প্রধান নগর আকোলা। অমরাবতী কার্পাস-বানিজ্য স্থান। ইলিচপুর সৈনিকাবাস ও গোয়ালঘরে প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ আছে। মারকেরা কুর্গের রাজধানী; মহীশূরের এজেণ্ট ও কুর্গের কমিশনার এস্থানে থাকেন। বিরার, বেলুচিস্থান ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ এই প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন কমিসনারের অধীন।

নিম্ন লিখিত রাজ্য গুলি দেশীয় রাজাগণ কর্তৃক শাসিত হয়, বৃটিস গবর্ণমেণ্টের অর্দ্ধ পরিমাণে রাজনীতি সম্বন্ধে ক্ষমতা আছে; এইগুলির রাজারা গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ কর দিয়া থাকেন না।

১। নাগপুর বিভাগ ঃ—নাগপুর—নাগপুর; চান্দা—চান্দা; সাগর—সাগর; বালাঘাট—হট্যা; ভাণ্ডারা—ভাণ্ডারা; বর্দ্ধা—হিঙ্গনহাট; ঝব্বলপুর—ঝব্বলপুর; দমো—দমো।

১। গৌহাটীর ২ মাইল দক্ষিণে কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে। হিন্দুদিগের তীর্থ স্থান।

২। ছত্রিশগড় বিভাগঃ—রায়পুর—রায়পুর; সম্বলপুর—সম্বলপুর; বিলাসপুর—বিলাসপুর।

৩। নর্ম্মদা বিভাগঃ—সিওনি—সিওনি; হোসঙ্গাবাদ—হোসঙ্গাবাদ; বৈতুল—বৈতুল; নেমার—খাণ্ডব; মণ্ডলা—মণ্ডলা; নৃসিংহপুর—নৃসিংহপুর; ছিন্দবাড়া—ছিন্দবাড়া।

দ্বীপ।

লঙ্কাদ্বীপ ও মালদ্বীপ মালাবার উপকূলের পশ্চিমে; রামেশ্বরম্ ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে; নিকোবর ও আন্দামান বঙ্গোপসাগরে।

উপদ্বীপ।

কাথিওয়ার উপদ্বীপ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে।

অন্তরীপ।

মঞ্জ অন্তরীপ ভারতবর্ষের পশ্চিম; ডিউহেড কাথিওয়ারের দক্ষিণ; কুমারিকা ভারতবর্ষের দক্ষিণ; কলিমার ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে; পামেরাস মহানদীর মোহানার উত্তরাংশে।

পর্ব্বত।

হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অবস্থিত; সালুয়েন ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের মধ্যে; আরাবলী আজমীঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিম, ইহার প্রধান শৃঙ্গ আবু; বিন্ধ্য পর্ব্বত নর্ম্মদা নদীর উত্তরাংশে; সাতপুর নর্ম্মদা নদীর কিছু দক্ষিণ; পশ্চিম ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও নাগা পাহাড় আসাম দেশে।

উপসাগর।

কাম্বে ও কচ্ছ উপসাগর বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পশ্চিম ; মান্নার উপসাগর ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্ব।

হ্রদ।

মানসসরোবর ও রওয়ান শতদ্রু নদীর উৎপত্তিস্থানে ; উলার হ্রদ কাশ্মীর দেশে ; বৃহৎ লবণাক্ত সম্বর হ্রদ রাজপুতানায় ; সুস্বাদু জলবিশিষ্ট কলাইর গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যে। লেনার বেরারের মধ্যে ; চিল্কা ও পলিকট্ট পূর্ব্ব উপকূলে।

নদী।

সিন্ধু, নর্ম্মদা, তাপ্তী, কাবেরী, পান্নার, কৃষ্ণা, গোদাবরী, মহানদী, গঙ্গা, (যমুনা), ব্রহ্মপুত্র এইগুলিই প্রধান।

জলবায়ু—ভারতবর্ষে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটী ঋতুই প্রবল। ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ উষ্ণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী ; এদেশ সাধারণতঃ উষ্ণপ্রধান। পূর্ব্ব উপকূল ও পশ্চিম মরুভূমি অতিশয় গরম। হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগে ও পশ্চিম উপকূলে অতিশয় বৃষ্টি হয়।

উদ্ভিজ্জ—পৃথিবীর প্রায় সমুদয় শস্যই ভারতবর্ষে জন্মে। ধান্য, গোধুম, যব ইত্যাদিই প্রধান। চন্দন, সেগুন, সাল ইত্যাদি কাষ্ঠও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

খনিজ—স্বর্ণ, সীস, তাম্র, রাং, অভ্র ও লৌহ প্রভৃতি প্রচুর খনিজ ধাতু আছে। হীরক, পদ্মরাগ ইত্যাদি বহুমূল্য প্রস্তরও অনেক পাওয়া যায়। লঙ্কার উপকূলে মুক্তাও অনেক পাওয়া গিয়া থাকে।

ভূমি—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ স্থানগুলি অতিশয় উর্ব্বরা। অন্যান্য স্থান এরূপ উর্ব্বরা নহে।

ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ।

ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বন্দর ঃ—পশ্চিম ধার হইতে—করাচী, পরবন্দর, গোগো, কাম্বে (মাহি), বরোচ, সুরাত, বোম্বাই, রত্নাগিরি, ভিঙ্গোরলা, পাঞ্জিম বা নিউগোয়া, কারওয়ার, কুমতী, হানাওয়ার, মাঙ্গালোর, ক্কানানোর, টেণীচেরী, কালীকট, বেপুর, পুনানী, কোচীন, আলিপি, কুইলন, কোলাচেল, টুটীকোরীন, নাগাপট্টম, ট্রাঙ্কুইবার, কুডালোর, পন্দিচেরী, মাদ্রাজ, মসলিপট্টন, করিঙ্গা, কোকনদ, ভিজগাপত্তম, বিমলিপত্তন, গোপালপুর, পুরী, বালেশ্বর, কলিকাতা, চাটীগাঁ বা চট্টগ্রাম।

ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যকর স্থান—বঙ্গদেশে দার্জিলিং, চেরাপুঞ্জি ও গিরিধি। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে—নাইনিনিতাল, লাণ্ডোর ও মশূরী। পঞ্জাবে—সিমলা, ধর্ম্মশালা, মেরী ও ডালহৌসী। বোম্বাইপ্রেসিডেন্সিতে—মহাবালীশ্বর, পুরন্দর ও পুনা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে—উতকমন্দ।

নিম্নলিখিত নগরসমূহ লোকসংখ্যানুসারে ক্রমে লিখিত হইল এবং যে যে নগরগুলির লোকসংখ্যা অতি অল্প তাহাতেও লক্ষ অধিবাসীর অধিক সংখ্যা আছে ঃ—বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, বেনারস, দিল্লী, পাটনা, আগরা, অমৃতসর, কাণপুর, লাহোর, এলাহাবাদ, পুনা, আহমেদাবাদ, বেরিলি, সুরত ও হাবড়া।

ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা উত্তর ব্রহ্ম ও দক্ষিণ ব্রহ্ম। পরিমাণফল প্রায় ২৮০০০০ বর্গমাইলেরও অধিক। লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। একত্রে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অপেক্ষাও বৃহৎ। এত দিন একজন চীফ্‌কমিসনারের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে এক জন লেপ্টনাণ্টগবর্ণর প্রথম নিযুক্ত হইয়াছেন।

উত্তর ব্রহ্মের প্রধান নগর মান্দালে; আবা বানিজ্য স্থান। ভামো সীমাস্থ নগর। দক্ষিণ ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন। মৌলমেন, পেগু, আকিয়াব বানিজ্যপ্রধান স্থান। এ স্থান হইতে চাউল, কাষ্ঠ, তুলা, চর্ম্ম ইত্যাদি ভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

উপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন রাজ্য।

সিঙ্গাপুর, সিংহল, পিনাং, মালাক্কার কতক ভাগ ইংলণ্ডীয় উপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীন। সিঙ্গাপুর, পিনাং ও মালাক্কা-প্রণালী, এই সমষ্টির নাম ষ্টেট সেটেল্‌মেণ্ট।

ইউরোপ।

ইউরোপের উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর, মর্ম্মরসাগর, কৃষ্ণসাগর ও ককেশস্ পর্ব্বত; এবং পূর্ব্ব সীমা কাস্পিয়ান সাগর, ইউরাল নদী ও ইউরাল পর্ব্বত।

ইউরোপ ভারতবর্ষের তিনগুণ বড়। পরিমাণফল প্রায় ৩৮ লক্ষ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৩১ কোটী। লম্বে উত্তর দক্ষিণে ১০০০ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ২৪০০ মাইল।

ইউরোপ ২১টী দেশে বিভক্ত :—

দেশ	প্রধান নগর

১। রুশিয়া*—সেণ্টপিটার্সবর্গ, মস্কো, আর্কেঞ্জল, ওডেসা, রীগা, ওয়ার্স, অষ্ট্রাকান, নিজনিনবগরড, সিবাস্তোপল ডরপ্যার্ট।

২। সুইডেন†—ষ্টকহলম, আফসালা, কারলস্ক্রোনা, গটেনবর্গ।

৩। নরবে—ক্রিষ্টিয়ানিয়া, বর্গেন, ড্রন্থিন। (১)

৪। ডেনমার্ক—কোপেনহেগেন, আলটোনা, এলসিনর (২)।

৫। প্রুশিয়া—বার্লিন, ডানজিক, মিমেল, কোলন, ফ্রাঙ্কফোর্ট, হালি ও বোন। (৩)

৬। জর্ম্মনি—মিউনিক, হানোভার, ড্রেসডেন, লিফ্‌জিক, হামবুর্গ লুবেক, ব্রেমেন। (৪)

---

* সেণ্টপিটার্সবুর্গ রাজধানী; মস্কো পূর্ব্বে রাজধানী ছিল; আর্কেঞ্জল, ওডেসা, রীগা ও অষ্ট্রাকান প্রধান বানিজ্য স্থান। ওয়ার্সা পেলণ্ডের রাজধানী। নিজনিনবগরড মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। সিবাস্তোপল ক্রিমিয়ায়, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুশিয়েরা পরাজিত হন। ডরপ্যাট বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

† ষ্টকহলম্ রাজধানী; আফসালা বিশ্ববিদ্যালয় আছে; কারলস্ক্রোনা জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান। গটেনবর্গ বানিজ্য স্থান।

(১) ক্রিষ্টিয়ানিয়া রাজধানী, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বর্গেন ও ড্রন্থিন সমুদ্র বন্দর।

(২) কোপেনহেগেন রাজধানী, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এলসিনরে কুৎঘর আছে।

(৩) বার্লিন রাজধানী, বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ডানজিক ওমিমেল সমুদ্র বন্দর ও বানিজ্য স্থান। কোলন বানিজ্য স্থান, ইউডিকলনের জন্য খ্যাত। ফ্রাঙ্কফোর্ট এখানে পূর্ব্বে জর্ম্মনির সম্রাটেরা রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন, স্থল বানিজ্যের প্রধান স্থান। হালি ও বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খ্যাত।

(৪) মিউনিক বাভেরিয়ার রাজধানী; হানোভার, হানোভারের রাজধানী; ড্রেসডেন স্যাক্সনির রাজধানী; লিফজিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে; হামবার্গ লুবেক ও ব্রেমেন স্বাধীন নগর। জর্ম্মনিতে ২১টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

৭। হলণ্ড—আমস্তার্দ্দম, আম্স্তেন, রতর্দ্দম, লাইদেন। (১)

৮। বেলজিয়ম—ব্রেসেলস, আণ্টোয়ার্প, আস্তেন্দ। (২)

৯। গ্রেটবৃটন ও আয়রলণ্ড—লণ্ডন, লিবারপুল, বৃষ্টল, পোর্টস্মাউথ, প্লিমথ, উলইচ; এডিনবরা, ডাণ্ডি, গ্লাসগো; ডবলিন, বেলফাষ্ট, কর্ক, লিমারিক। (৩)

১০। ফ্রান্স—পারিস, লিয়ঁ, বোর্দ্দো, নাত, হাবর, কালে, মার্সেলি, টুলন, ব্রেষ্ট, চারবর্গ, লিমোজ, সাঙ্গটেটিন, রোয়েন, সিডান, বয়েন, তুলুজ। (৪)

১১। স্পেন—মাদ্রিদ, জরাগোজা, সালামানকা, তেলেদো, গ্রানাদো, সেবিলি, বেলেন্সিয়া, বার্সিলোনা, জিব্রাণ্টার, কার্থিজিনা, ক্যাডিজ। (৫)

(১) হলণ্ড সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতেও নিম্নতর দেশ। আমস্তার্দ্দম রাজধানী, আম্স্তেন ও রতর্দ্দম প্রধান বাণিজ্যস্থান। লাইদেন বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(২) ব্রেসেলস রাজধানী ইহার নিকট প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্র। আণ্টোআর্প বানিজ্য নগর, আস্তেন্দ সমুদ্রবন্দর।

(৩) আধুনিক জাতির মধ্যে গ্রেটবৃটনের অধিবাসীরাই ক্ষমতাশালী ও সভ্য বলিয়া গণ্য। ইংলণ্ড, ওয়েলস্ এবং স্কটলণ্ড এই তিনটীর নাম গ্রেট বৃটন। এই দ্বীপ ইউরোপের সকল দ্বীপের মধ্যে প্রধান; লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী, এডিনবরা স্কটলণ্ডের রাজধানী, ডবলিন আয়রলণ্ডের রাজধানী।

(৪) ফ্রান্স অনেক দিন হইল সভ্য ও ক্ষমতাশালী জাতীর বাসস্থান। পারিস রাজধানী। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জাকজমকপূর্ণ নগর। লিয়ঁ রেশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। বোর্দ্দি,নাত, হাবর, কালে, মার্সেলি বাণিজ্যস্থান ও সমুদ্র বন্দর। টুলন, ব্রেষ্ট, চারবার্গ যুদ্ধজাহাজ রাখিবার প্রধান স্থান। লিমোজ নগরে পশমী বস্ত্র ও চীনের বাসন প্রস্তুত হয়। সাঙ্গটেটিন, রোয়েন শিল্প প্রধান স্থান। সিডান, যুদ্ধক্ষেত্র। বয়েনে সঙ্গীন আবিস্কার হয়। তুলুজ যুদ্ধক্ষেত্র।

(৫) মাদ্রিদ রাজধানী; জারাগোজা, সালামানকা, তেলেদো, গ্রাণাদো প্রধান নগর; সেবিলি কলম্বসের সমাধি আছে; বালেন্সিয়া, বার্সিলোনা সমুদ্র বন্দর। জিব্রাণ্টার ইংরেজাধিকৃত দুর্গবদ্ধ নগর।

১২। পর্ত্তুগাল—লিসবন, অপর্ত্তো। (১)

১৩। ইতালি—রোম, তরীণো, ফ্লরেন্স, নেপলস্, মিলানো, বেনিস, বেনিভিজিয়ার, জেনোবা, বৃন্দিসি, পিসা, লেগহরণ, ক্যারারা (২)।

১৪। সুইজর্লণ্ড,—বরণ, জেনিবা, জুরিক (৩)।

১৫। অস্ট্রিয়া—বিয়েনা, প্রেগ, বুড, ট্রিষ্ট (৪)।

১৬। সার্ব্বিয়া—বেলগ্রেদ (রাজধানী)

১৭। ইউরোপীয় তুরস্ক—কনস্তান্তিনোপল, আদ্রিয়ানোপল, সালোনিকা ও বার্ণা (৫)।

১৮। রুমানিয়া—বুকারেস্ত, যাসি (৬)।

১৯। মন্তেনিগেরো—শেতিনে (রাজধানী)।

২০। বুলগেরিয়া—সোফিয়া (রাজধানী)।

(১) লিসবন রাজধানী, অপর্ত্তো মদ্যের জন্য বিখ্যাত।

(২) পূর্ব্বকালে ইতালি অতিশয় সমৃদ্ধিশালী রোমীয় সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠান ছিল। রোম রাজধানী, টাইবার নদীর তীরে। জেনোবা প্রধান সমুদ্র বন্দর; বৃন্দিসি ভারতবর্ষের ডাক জাহাজ এই স্থানে লাগে; এটী আদ্রিয়াতিক সাগরের-ধারে। পিসা গ্যালিলিয়োর জন্মস্থান। লেগহরণ বৃহৎ বন্দর; ক্যারারা মারবল প্রস্তরের বাণিজ্য স্থান।

(৩) সুইজর্লণ্ড অতিশয় উচ্চদেশ ইহার অধিবাসীরা সাহসী। বরণ রাজধানী; জেনিবা পকেট ঘড়ি ও শিল্পের জন্য খ্যাত।

(৪) বিয়েনা রাজধানী; প্রেগ বোহিমিয়ার প্রধান নগর। বুড ও ট্রিষ্ট সমুদ্রবন্দর।

(৫) কনস্তান্তিনোপল রাজধানী, আদ্রিয়ানোপল বৃহৎ নগর, সালোনিকা ও বার্ণা সমুদ্র বন্দর। সার্ব্বিয়া, রুমানিয়া ও মন্তেনিগেরো রুশ তুরস্কের যুদ্ধের পর স্বাধীন হইয়াছে।

(৬) বুকারেস্ত রাজধানী।

২১। গ্রীস—এথেন্স, ত্রিপোলিৎজা, থিবস্, করিন্থ, আর্গা, লিবিদিয়া, মসলাঙ্গি (১)।

গ্রেটবৃটন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রুশিয়া ও ইতালি. এই ছয়টি ক্ষমতাশালী রাজ্য।

দ্বীপ।

উত্তর মহাসাগরে—নবজেম্বলা, স্পিটসবর্গেন, লফোডেনপুঞ্জ।

বাল্টিক সাগরে—ওলণ্ড, ডাগো, গটলণ্ড, ইউসেল, ইউলাণ্ট, বরণহলম, রিউগেন্, লালণ্ড, জীলণ্ড, ফিউনেন।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—আইসলণ্ড, গ্রেটবৃটন, আয়র্লণ্ড, হেব্রাইডিজ, ফারো, ম্যান, আঙ্গলসি, আর্কনে, আজোর্স, সেটলণ্ড।

ভূমধ্যসাগরে—মেজর্কা, মিনর্কা, সার্দ্দিনিয়া, ইভীষা, কর্সিকা, সিসিলি, এলবা, লিপারি, মাল্টা, গোজো, আইওনিয়ান (২), কমিনো, কান্দিয়া।

ঈজিয়ান সাগরে—নিগ্রোপন্থ ও সিক্লাডিজ।

উপরোক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির রাজধানী দেওয়া গেল ঃ—আইসলণ্ড—রিকাভিক ; ম্যান—ডগলাস ; ফারো—থর্সহেবন ; আজোর্স—আঙরা ; মাজর্কা—প্যালামা ; মিনর্কা—পোটনাহোন ; সার্দ্দিনিয়া—কেনিয়ারি ;

(১) গ্রীস পূর্ব্বকালে অধিবাসীদিগের বীরত্ব, দেশহিতৈষিতা, বিদ্যা ও শিল্পের জন্য খ্যাত ছিল ; এথেন্স রাজধানী। ত্রিপোলিৎজা মোরিয়ার রাজধানী ছিল। থিবস্, করিন্থ, আর্গা প্রাচীন নগর। লিবিদিয়া হেলাসের রাজধানী ছিল। মসলাঙ্গি, ১৮২৪ খৃঃ অব্দে লর্ডবায়রন এখানে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

(২) করফু, প্যাক্সো, শান্তামরা, ইথাকা, সেফালোনিয়া, জান্তি ও সোরগো এই সাতটী আইওনিয়ান দ্বীপ।

কর্সিকা—আইযাক্‌সো (নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্মস্থান)। সিসিলি—প্যালার্ম্মো, এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মাল্টা, গাজ্জো, কমিনো প্রভৃতির রাজধানী বালেতা।

উপদ্বীপ।

নরবে (১) ও সুইডেন; ডেনমার্কের অন্তর্গত জটলণ্ড; স্পেন, পর্ত্তুগাল (২), ইতালি; মোরিয়া গ্রীসের দক্ষিণ এবং ক্রিমিয়া রুশিয়ার দক্ষিণ।

যোজক।

করিন্থ উত্তর গ্রীসকে মোরিয়ার সহিত এবং পেরেকপ ক্রিমিয়াকে রুশিয়ার সহিত সংযুক্ত করিতেছে।

অন্তরীপ।

উত্তর অন্তরীপ নরবের উত্তর; নেজ নরবের দক্ষিণ; ফিউ ডেনমার্কের উত্তর; নর আইসলণ্ডের উত্তর পশ্চিম; ডানকান্সবেহেড ও রাথ স্কটলণ্ডের উত্তর; ক্লিয়ার আয়রলণ্ডের দক্ষিণ; ল্যাণ্ড-সেণ্ড ও লিজার্ড ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম; ফোরলণ্ড ইংলণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্ব; লাহোগ ফ্রান্সের পশ্চিম উত্তর; ফিনিস্তেয়ার ও আর্ত্তেগাল স্পেনের পশ্চিম উত্তর; রোকা পর্ত্তুগালের পশ্চিম; সেণ্ট বিনসেণ্ট পর্ত্তুগালের দক্ষিণ; ট্রাফালগার স্পেনের দক্ষিণ; পাসারো সিসিলির দক্ষিণ; স্পার্ত্তিবেন্তো ও দিলিওকা ইতালির দক্ষিণ; ম্যাটাপান গ্রীসের দক্ষিণ।

(১) নরবে ও সুইডেনকে স্কানডানেবিয়া বলে।
(২) স্পেন ও পর্ত্তুগালকে আইবিরিয়া বলে।

পর্ব্বত।

ডোবরফিল্ড্ নরবে দেশে; কোলেন নরবে ও স্থইডেনের মধ্যে; গ্রাম্পিয়ান (১) স্কটলণ্ডে; চীভিয়েট ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে; পিরেনীজ ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে; সীরানেবেডা ও সীরা-মোরেনা স্পেনদেশে; ব্লাকফরেষ্ট জর্ম্মণিতে; আল্পস্ (২) ইতালির উত্তরে; আপেনাইন ইতালির মধ্যে; কার্পেথিয়ান অস্ত্রিয়ার উত্তর পূর্ব্বে; বলথাস ও পিন্দস তুরস্ক দেশে; উরল ও ককেশস (৩) ইউরোপ ও এসিয়ার মধ্যে।

আগ্নেয় গিরি।

নবাজেম্বলা দ্বীপে সারিচেফ্; আইসলণ্ড দ্বীপে হেক্‌লা; সিসিলি দ্বীপে এটনা; লিপারি পুঞ্জে ষ্ট্রম্বলি এবং ইতালির অন্তর্গত নেপলসে বিষুবিয়স্।

সমতল।

ইউরোপের উত্তর পূর্ব্বাংশ একটী প্রকাণ্ড সমতল, সমস্ত ইউরোপের প্রায় ½ হইবে। দানিউব নদীর ধারের ভূমিখণ্ড বৃহৎ কিন্তু উর্ব্বরা নহে। ইতালির উত্তরাংশে লম্বার্ডির সমতল অতিশয় উর্ব্বরা। স্পেন দেশের ভূমি ইউরোপের মধ্যে বৃহৎ ও সর্ব্বোচ্চ বলিয়া খ্যাত।

সাগর ও উপসাগর।

শ্বেত সাগর রুশিয়ার উত্তর; বাল্টিক সাগর, রুশিয়া,

(১) ইহার শৃঙ্গের নাম বেননেবিস, ৪৪০৬ ফিট উচ্চ।

(২) ইহার শৃঙ্গের নাম মণ্টব্লাক, ৩ মাইল উচ্চ। (৩) মণ্টএলবর্জ্জ ইহার প্রধান শৃঙ্গ, ৩½ মাইল উচ্চ ও ইউরোপের মধ্যে বৃহৎ।

প্রুশিয়া ও সুইডেনের মধ্যে; ইহার উত্তর ভাগকে বোথনিয়া উপসাগর কহে এবং পূর্ব্বভাগকে ফিনলণ্ড উপসাগর কহে। রীগা উপসাগর ফিনলণ্ড উপসাগরের দক্ষিণ। উত্তরসাগর বা জর্ম্মণসাগর বৃটন, হলণ্ড ও ডেনমার্কের মধ্যে। আইরিস সাগর গ্রেটবৃটন ও আয়রলণ্ডের মধ্যে। বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের পশ্চিম। ভূমধ্যসাগর ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে; লিয় উপসাগর ফ্রান্সের দক্ষিণ। জেনোবা উপসাগর ইতালির উত্তর পশ্চিম। তরন্তো উপসাগর ইতালির দক্ষিণ। আদ্রিয়াতিক সাগর ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে; করিন্থ উপসাগর মোরিয়া ও গ্রীসের মধ্যবর্ত্তী; ঈজিয়ানসাগর বা আর্কিপিলেগো গ্রীস ও এসিয়িক্ তুরস্কের মধ্যে; সালানিকি উপসাগর তুরস্কের দক্ষিণ; মর্ম্মর সাগর ইউরোপ ও এসিয়িক্ তুরস্কের মধ্যে; কৃষ্ণ সাগর রুশিয়া ও এসিয়িক্ তুরস্কের মধ্যবর্ত্তী; আজব সাগর রুশিয়ার দক্ষিণ।

প্রণালী।

সাউণ্ড, সুইডেন ও জীলণ্ডের মধ্যে; ডোবর প্রণালী ইংলিস সাগর ও জর্ম্মন সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে; জিব্রাণ্টার ভূমধ্যসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করিতেছে; বেনিফেসিও কার্সিকা ও সার্দ্দিনিয়ার মধ্যে; মেসিনা ইতালি ও সিসিলির মধ্যে; দার্দানেলজ্ (হেলিস্পণ্ট) ঈজিয়ান ও মর্ম্মর সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে; কনষ্টাণ্টিনোপল বা বসপোরস মর্ম্মর ও কৃষ্ণসাগরকে সংযুক্ত করিতেছে; ইনিক্যাল কৃষ্ণ ও আজব সাগরকে সংযুক্ত করিতেছে।

হ্রদ ।

সুইডেনের মধ্যে বেনর, নেলার, বেট্টর ও হিয়েলমার। স্কটলণ্ডের মধ্যে কেটরিণ ও লোমণ্ড। আয়রলণ্ডে নে, রী, আরণ ও ডার্গ। ইতালির মধ্যে কোমো, গার্দ্দা ও মাদজোরে। সুইজর্লণ্ডে কনস্তান্স, জুরিক, লুসরণ, জেনেব ও নশাটেল। রুশিয়ার মধ্যে লাডোগা, ওনেগা, সৈমা ও পেইপুশ।

(লাডোগা হ্রদ ইউরোপের মধ্যে বৃহৎ, লঙ্কাদ্বীপের প্রায় ⅓ হইবে। ওনেগা, লাডোগা হ্রদ হইতে কিছু ছোট)।

নদী ।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
পেটকোরা	উরল পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া রুশিয়ার উত্তর পশ্চিমাংশ দিয়া আর্কটিক সাগরে।	প্যাসটোরস্ক।
ডুইনা	রুশিয়ার অন্তর্গত বলগডা প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া উত্তর রুশিয়া দিয়া শ্বেত সাগরে।	বলগডা, আর্কে-
নেভা	লাডোগা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া রুশিয়া দিয়া ফিনলণ্ড উপসাগরে	সেণ্টপিটর্সবর্গ, ক্রোনষ্টাট।
বিষ্টলা	কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া পোলণ্ড দেশের মধ্য দিয়া ডানজিক উপসাগরে।	অরণ, ওয়ারস্

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
ওডার	কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া জর্ম্মণির মধ্য দিয়া বাল্টিক সাগরে।	ব্রেসলু, ফ্রাঙ্ক-ফোর্ট।
এল্ব	অস্ট্রিয়ার অন্তঃপাতী বোহিমিয়া-প্রদেশের বিশেনজাবর্গ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তর সাগরে।	আলবর্গ, হামবর্গ, ড্রেসডেন, বার্লিন, গোথা, ম্যাগ্ডিবর্গ।
রাইন	আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া সুইজর্লণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ও হলণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তর সাগরে।	বরন, ক্লীব, লীডেন, ইউরেক্ত, আরণ-হাইন, ব্রেজন, কোলন, স্পিয়র, কারলশ্রু, ষ্ট্রাসবর্গ।
টেমস্	ইংলণ্ডের গ্লচেষ্ট সায়ারের পাহাড় হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিক-দিয়া জর্ম্মণ সাগরে।	শয়ার্নেস, গ্রেব-সেণ্ড, গ্রীণইচ্, লণ্ডন, কিংষ্টন, হটন, অক্স্ফোর্ড।
সেন	ফ্রান্সের অন্তঃপাতী বার্গাণ্ডী প্রদেশের পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ইংলিশ প্রণালীতে।	রোয়েন, পারিস, হাবর।
লয়র	ফ্রান্সের কাভেনিস পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া বিস্কে উপসাগরে।	নাঁত

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
গ্যারোন	পিরানিস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া বিস্কে উপসাগরে।	টুলুস, বোর্দ্দো
ডুরো	স্পেনের মধ্যস্থিত পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া স্পেন ও পর্ত্তুগালের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	অপর্ত্তো।
তেজস বা তেজো	ঐ ঐ	সেন্তারেম, টৈলিডো লিসবন।
গোয়াডিয়ানা	স্পেনের মধ্যস্থিত সিরামোরিনা পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া স্পেন ও পর্ত্তুগালের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	ব্যাডাজস্।
গোয়াডিল কুইভার	আলরসিনের পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া স্পেন দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	সেবিল, গ্রাণাদা, কেডিজ।
ইব্রো	স্পেনের উত্তরপশ্চিমস্থ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ফ্রান্স দিয়া ভূমধ্যসাগরে।	জারাগোছা, পাসপ্লোনা,
রোণ	আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ফ্রান্স দিয়া লিয়ঁ উপসাগরে।	এবিসনন, জেনেব, তারস্কঁ।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
টাইবার	ইতালির মধ্যস্থিত আপিনাইন পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ইতালির মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে।	রোম।
পো	আল্পস্ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ইতালির মধ্য দিয়া আদ্রিয়াতিক সাগরে	মোদেনা, টুরিন, পার্থ।
দানিউব	জর্ম্মণির অন্তঃপাতী বাদন প্রদেশের পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া জর্ম্মণি, অস্ট্রিয়া, সার্ব্বিয়া, ও রুমাণিয়ার মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগরে	প্রেস্ত, কোমরণ, প্রেসবর্গ, বেলগ্রেড, বিয়েনা, বুকারেষ্ট, মিউনিক, গ্রেটজ।
নিষ্টার	কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া অস্ট্রিয়া ও রুশিয়ার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ সাগরে।	ওডেসা, কামোনেটজ, কিচিনেব।
নিপর	স্মোনেস্কের বনভাগ হইতে বাহির হইয়া রুশিয়ার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ সাগরে।	খরসান, কিভ, পণ্টার।
ডান	রুশিয়ার মধ্য হইতে আজভ সাগরে।	রষ্টভ, চারকাস্ক, বরণেজ, টোনা।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
বলগা (১)	বল্দাই পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া রুশিয়ার মধ্য দিয়া কাস্পিয়ান সাগরে।	অষ্ট্রাকান, সারেটব।
উরল	উরল পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া রুশিয়ার মধ্য দিয়া কাস্পিয়ান সাগরে।	ওরেণবর্গ, ইউরালস্ক।

জলবায়ু—সাধারণতঃ ইউরোপের জলবায়ু শীতল। উত্তরের ভাগ অতিশয় শীতল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ভাগ নাতিশীতোষ্ণ, কিন্তু পূর্ব্ব দেশাপেক্ষা দক্ষিণের দেশ গুলি গরম।

উৎপন্ন—আকরিকের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, সীস, তাম্র, টিন, পারদ, লবণ ও কয়লা প্রভৃতি যথেষ্টই আছে। উত্তর প্রদেশে উদ্ভিজ্জ অল্পই জন্মে। অন্যান্য ভাগ প্রায়শঃই যব, রাই, আলু, তামাক, কমলালেবু, জলপাই, তূলা, সুস্বাদুফল মূল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

আরণ্য ও গৃহপালিত জন্তু—বলগা হরিণ, উল্কামুখী, ভল্লুক, নেকড়ে, বন্য বরাহ, বন্য মেষ প্রভৃতি। ঘোটক, বৃষ, ছাগ, মেষ, গো, কুকুর, উষ্ট্র প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু।

শাসনপ্রণালী—প্রজাতন্ত্র :—নরবে, সুইডেন, ডেনমার্ক, গ্রেটবৃটন, আয়র্লণ্ড, হলণ্ড, বেলজিয়ম, পর্ত্তুগাল, ইতালি ও

(১) ইউরোপের মধ্যে এই নদীই সর্ব্বপ্রধান, দৈর্ঘ্যে ২২০০ মাইল।

গ্রীস্। নিয়মতন্ত্র ঃ—অষ্ট্রিয়া ও রুশিয়া। সাধারণতন্ত্রঃ —ফ্রান্স ও সুইজর্লণ্ড। যথেচ্ছাচার ঃ—তুরস্ক।

ধর্ম্ম—সকল দেশেই খৃষ্ট ধর্ম্ম, কেবল তুরস্কে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত।

বাণিজ্য দ্রব্য সমূহ।

রুশিয়া হইতে—চর্ব্বি, চর্ম্ম, পশম, যব, আলকাতরা ও গাঁজা।

সুইডেন ও নরবে হইতে—তাম্র, লৌহ, চর্ব্বি, কাষ্ঠ ও আলকাতারা।

ডেনমার্ক হইতে—চর্ম্ম, মদ, ও ওট।

প্রুশিয়া হইতে—রেশমীসূত্র, পশমীকাপড়, কাষ্ঠ, দস্তা ও শণ।

জর্ম্মণি হইতে—তামাক, জাফরাণ, মদ্য, গাঁজা, কাগজ, বাহাদুরী কাষ্ঠ, পশম ইত্যাদি।

হলণ্ড হইতে—মসিনা, গাঁজা, দড়ি, ও লিনেন।

বেলজিয়ম হইতে—শণ, মেষ-লোম, ওক বৃক্ষের ছাল।

ইংলণ্ড হইতে—কার্পাস ও পশমী বস্ত্র, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য, টীন, কাগজ, পাথুরিয়া কয়লা, কাচনির্ম্মিত দ্রব্য, নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, লবণ, চীনের বাসন, পুস্তক ইত্যাদি।

স্কটলণ্ড হইতে—কার্পাস ও ঊর্ণাবস্ত্র এবং কার্পেট।

আয়রলণ্ড হইতে—গোলআলু, গম, বৃষ ও সুরা।

ফ্রান্স হইতে—রেশম, পশমী বস্ত্র, জরী, ব্রাণ্ডি, লিনেন, চীনা বাসন ও চিনি।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে—মদ্য, লবণ, রেশম, নানা প্রকার ফল।

ইতালি হইতে—জলপাইয়ের তৈল, গন্ধক, রেশম, ছাগচর্ম্ম, মেষ-লোম ও নানা প্রকার ফল।

সুইজর্লণ্ড হইতে—ঘড়িই প্রধান এবং খেলনা।

আষ্ট্রিয়া হইতে—পশম, রেশম, কাচের জিনিষ, বাদাম, পারদ, কর্ক ও জলপাইয়ের তৈল।

সার্ব্বিয়া হইতে—শণ, গাঁজা, পশম ও তামাক।

তুরস্ক ও বুলগেরিয়া হইতে—সোরা, ছাগচর্ম্ম, গালিচা, মোম, আতর, রেশম, কিস্‌মিস্, মসিনা ও কাফি।

রুমাণিয়া হইতে—বাহাদুরী কাষ্ঠ, ঘোটক, মেষ ও গো।

গ্রীস হইতে—মদ্য, তৈল, রেশম, পশম, মার্ব্বল প্রস্তর ও নানাবিধ ফলমূল ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া থাকে।

বৃটন সম্রাজ্য।

ইংলণ্ড, ওয়েলস্ ও স্কটলণ্ডকে গ্রেটবৃটন বলে; আয়রলণ্ড আরও কতকগুলি দ্বীপ ও গ্রেটবৃটন একত্রে বৃটন সাম্রাজ্য নাম হইয়াছে। বৃটন সম্রাজ্যের শাসনকার্য্য প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীতে সম্পন্ন হয়। পার্লিয়ামেণ্ট নামক প্রজাদিগের প্রতিনিধি-সভা আছে; ঐ সভার মত লইয়াই প্রায় সমস্ত রাজকার্য্য হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের বিদেশীয় অধিকার ও উপনিবেশ প্রায় পৃথিবীর ⅕ হইবে এবং লোকসংখ্যাও প্রায় পৃথিবীর ⅕ হইবে।

ইংলণ্ড ও ওয়েলস্।

ইংলণ্ড ও ওয়েলসের উত্তর সীমা স্কটলণ্ড; পশ্চিম সীমা আইরিস্ সাগর, সেণ্টজর্জ প্রণালী ও আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা ইংলিশ্ প্রণালী এবং পূর্ব্বসীমা উত্তর বা জর্ম্মণ সাগর। পরিমাণফল ৫৮ হাজার বর্গমাইলেরও অধিক। লোকসংখ্যা ২ কোটী ২৮ লক্ষেরও উপর। রাজস্ব ৮৯½ কোটী টাকা।

ইংলেণ্ডে ৪০টি এবং ওয়েলসে ১২টি কাউণ্টি বা সায়ার আছে।

১। উত্তরভাগে ৬টি কাউণ্টি।

কাউণ্টি। প্রধান নগর।

নর্দ্দামবারলণ্ড—নিউক্যাসল।

ডারহাম—ডারহাম, সাণ্ডার-ল্যাণ্ড।

কম্বারল্যাণ্ড—কারলাইল।

ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড—আপনবি।

ইয়র্কসায়ার—ইয়র্ক, লীডস্, ওয়েকফিল্ড, সেফিল্ড, হাল, হাডারস্‌ফিল্ড, হালিফ্যাকস্, স্কারবরা।

ল্যাঙ্কাসায়ার—ল্যাঙ্কেষ্টার, লিভারপুল, মাঞ্চেষ্টার, বোণ্টন, প্রেষ্টন, ওল্ডহাম, ব্লাকবরণ, রচডেল।

২। পশ্চিমভাগে ৬টি কাউণ্টি।

চেচসায়ার—চেষ্টার, ম্যাকস্ফিল্ড, বার্কিনহেড।

শ্রপসায়ার—শ্রুজবারি।

কাউণ্টি। প্রধান নগর।

হারফোর্ডসায়ার—হারফোর্ড।

মন্মথসায়ার—মন্মথ।

গ্লচেষ্টসায়ার—গ্লচেষ্টার, বৃষ্টল, চেণ্টেনহাম।

সামারসেটসায়ার—টনটন, বাথ ও বৃজওয়াটার।

৩। দক্ষিণভাগে ৯টি কাউণ্টি।

ডিভনসায়ার—একজিটার, প্লিমথ।

কর্ণয়াল—বডমিন।

ডরসেটসায়র—ডরচেষ্টার।

উইলসায়ার—সালিসবেরি।

হামসায়ার—উইনচেষ্টার, পোর্টস্-মাউথ, সাউদামটন।

বার্কসায়ার—রেডিং, উইনসর

সারে—গিলফোর্ড।

সাসেক্স—লিউজ, ব্রাইটন।

কেণ্ট—মেইডষ্টোন, গ্রীণইচ্, ক্যাণ্টারবারি, উলইচ, চ্যাথাম, টানবৃজ, ডোবার।

কাউণ্টি। প্রধান নগর।

৪। পূর্ব্বভাগে ৫টি কাউণ্টি।

ইসেক্স—চেম্‌জফোর্ড।
সাফোক—ইপসিচ।
নরফোক—নরইচ।
ক্যাম্ব্রীজসায়ার—ক্যাম্ব্রীজ।
লিঙ্কনসায়ার—লিঙ্কন।

৫। মধ্যভাগে ১৪টি কাউণ্টি।

নটিংহাম সায়ার—নটিংহাম।
ডার্বি সায়ার—ডারবি, বাক্সটন।
ষ্টাফোর্ড সায়ার—ষ্টাফোর্ড।
উরিক সায়ার—উরিক, রাগবি, কভেণ্ট্রি, লেমিংটন, বার্ম্মিংহাম, ষ্ট্রাফোর্ড।
উষ্টার সায়ার—উষ্টার, কিডারমিনষ্টার।
অক্সফোর্ড সায়ার—অক্সফোর্ড।
বাকিংহাম সায়ার—বাকিংহাম, ইটন।
মিডল সেক্স—লণ্ডন, ব্রেণ্টফোর্ড।
হার্টফোর্ড সায়ার—হার্টফোর্ড।

কাউণ্টি। প্রধান নগর।

বেডফোর্ড সায়ার—বেডফোর্ড।
হাণ্টিংডন সায়ার—হাণ্টিংডন।
নর্থামটন সায়ার—নর্থামটন।
রুথলণ্ড সায়ার—ওয়েকহাম।
লিষ্টার———লিষ্টার

(ওয়েল্‌স)

১। উত্তরভাগে ৬টি কাউণ্টি।

ক্লিণ্ট সায়ার—মোল্ড।
ডেনবি সায়ার—ডেনবি।
কারনারভন সায়ার—কারনারভন।
য়্যাঙ্গলসি—বোমারিস।
মেরিয়নেথ সায়ার—ডলগেথলি।
মণ্টগোমরি—মণ্টগোমরি।

২। দক্ষিণ ভাগে ৬টি কাউণ্টি।

রাডনর সায়ার—প্রেষ্টন।
কার্ডিগ্যান সায়ার—ক্যার্ডিগ্যান।
পেমব্রোক সায়ার—পেমব্রোক।
চারমারথন সায়ার—চারমারথন।
ব্রেকনক সায়ার—ব্রেকনক।
গ্লামরগ্যান সায়ার—কার্ডিফ, সোয়ানসি, মার্টারটেডভিল

বানিজ্য প্রধান নগর।

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী টেমস্‌নদীর তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ৪৯৫০ মাইল উত্তর পশ্চিম। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থান। লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। এই স্থানে রাজবাড়ী, সেণ্টপলের ক্যাথিড্রাল, পার্লিয়মেণ্টের বাড়ী ইত্যাদি অতি মনোহর।

লিভারপুল দ্বিতীয় বন্দর, কার্পাস বানিজ্য স্থান; লোকসংখ্যা ৫৫২০০০। বৃষ্টল, হাল, নিউক্যাসল, ডোবার, সাউদামটন এবং সোয়ানসি ও কার্ডিক ওয়েল্‌সের মধ্যে প্রধান সমুদ্র বন্দর।

যুদ্ধ জাহাজ রাখিবার স্থান।

পোর্টসমাউথ বৃটিশ রণপোতের প্রধান আড্ডা; প্লিমথ রণপোতের দ্বিতীয় স্থান, ইহার নিকট এডিষ্টোন নামক সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী আলোঘর আছে। উলইচ্ ও চ্যাথাম অপর দুইটী যুদ্ধ জাহাজ রখিবার স্থান।

শিল্প প্রধান নগর।

মাঞ্চেষ্টার, কার্পাস বস্ত্রের প্রধান শিল্প স্থান; প্রেষ্টন, ওল্ডহাম, বোণ্টন, ব্লাকবরণ এই কয়েকটী স্থানেও অনেক কাপড়ের কল আছে। বার্ম্মিংহাম, ধাতুদ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান স্থান। সেফিল্ড, অস্ত্র নির্ম্মাণের প্রধান স্থান। উলবারহামটন, ওয়েনস্‌বারি, ডাড্‌লে লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান স্থান। মারটারটেডবিল লৌহের কারখানা ও কয়লার প্রধান স্থান। লীডস্, তৃতীয় শিল্প বন্দর, পশমী বস্ত্রের কারখানা স্থান। হাডারস্ফিল্ড, ওয়েকফিল্ড,

হালিফাক্স ও রচডেলে পশমী বস্ত্রের কারখানা আছে। ম্যাক্লফিল্ডে সিল্ক কাপড়ের কারখানা আছে। নটিংহাম ও ডার্ব্বিতে মোজা ও জরী প্রস্তুত হয়। নরইচে শাল ও কার্পেট প্রস্তুত হয়। কিডার-মিনষ্টার, কার্পেটের জন্য বিখ্যাত। কভেণ্ট্রিতে উত্তম ফিতা প্রস্তুত হয়। নর্থামটনে, বুট্‌জুতার প্রধান কারখানা আছে।

জাহাজ নির্ম্মাণের স্থান।

লণ্ডন, লিভারপুল, বার্কিনহেড, সাণ্ডারল্যাণ্ড, পোর্টসমাউথ ও প্লিমথ।

বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান।

অক্সফোর্ড, ক্যাম্ব্রীজ ও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিখ্যাত। উইনসরের নিকট ইটন, লণ্ডনের নিকট হারো এবং উইনচেষ্টার ও রাগবি সাধারণ বিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। কাণ্টারবারি ও ইয়র্কে প্রধান যাজক বাস করেন।

স্বাস্থ্যকর স্থান।

ব্রাইটন, স্কারবরা, চেল্টনহাম, বাথ, বাক্সটন, লিমিংটন ও টানব্রিজ।

দর্শনীয় স্থান।

উইনসর, টেমস্ নদীর ধারে, রাজপ্রাসাদ আছে; গ্রীনইচ, এখানে মানমন্দির আছে, ইংরেজ ভূগোলবেত্তাগণ এখান হইতে দ্রাঘিমা গণনা করেন।

হেষ্টিংস ও উর্চেষ্টার যুদ্ধস্থান; আভনের ধারে ষ্ট্রাফোর্ড, সেক্স-পিয়রের জন্মস্থান। নিউক্যাসলে, পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে।

দ্বীপ।

ম্যান, আইরিস সাগরে; য়্যাঙ্গলসি ওয়েল্‌সের উত্তরাংশে; সিল্লী দ্বীপপুঞ্জ কর্ণয়ালের দক্ষিণ পশ্চিম; চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম উপকূলে; ওয়াইট হামসায়ারের দক্ষিণ।

অন্তরীপ।

ওরমেসহেড, ওয়েলসের উত্তর; সেণ্টডেভিড্‌স্‌হেড, ওয়েলসের দক্ষিণ পশ্চিম; ল্যাণ্ডসেণ্ড ও লিজার্ডপয়েণ্ট কর্ণয়ালে; নিডল্‌স ওয়াইট দ্বীপে; বিচিহেড, সাসেক্সের অন্তর্গত, দক্ষিণ ও উত্তর ফোর-ল্যাণ্ড, কেণ্টের অন্তর্গত; স্পারনহেড ও ফ্লাম্বর হেড, ইয়র্ক সায়া-রের অন্তর্গত।

পর্ব্বত।

উত্তরে চিভীয়েট; পিনাইন পর্ব্বতশ্রেণী ও কাম্ব্রিয়ান পর্ব্বত-শ্রেণীর অন্তর্গত স্কফেল ও হেলভেলিন। স্কফেল, ইংলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। কাম্ব্রিয়ান পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিমাংশে বৃত্তা-কারে অবস্থিত। স্নোডেন কেম্ব্রিয়ামের অন্তর্গত, ইংলণ্ড ও ওয়ে-লসের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত। ডিভোনিয়ান শ্রেণী, ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

সাগর শাখা।

ইংলণ্ডের পশ্চিমে সলওয়েফিথ, মোরকাম্বে, কর্ণারভনবে, ও কার্ডিগ্যানবে। দক্ষিণে ষ্টরবে ও স্পিটহেড; পূর্ব্বাংশে ওয়াস ও হাম্বারমাউথ।

প্রণালী।

মিনাই প্রণালী, কার্ণারভন ও য়্যাঙ্গলসির মধ্যে। বৃষ্টল প্রণালী সমরসেট সায়ার ও ওয়েল্সের মধ্যে। ডোবার প্রণালী, ডোবার ও কালে নগরের মধ্যে।

হ্রদ।

ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড ও কাম্বারল্যাণ্ডের অন্তর্গত উলস্ওয়াটার, ডারওয়েণ্ট ওয়াটার, উইণ্ডারমিয়ার প্রভৃতি আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে।

নদী।

ইডেন, মারসি, সেভরণ ইংলণ্ডের পশ্চিমভাগে; ট্যামার ও আভন দক্ষিণ ভাগে; টেমস্, উজ, টীজ, পূর্ব্ব ভাগে প্রবাহিত।

জল বায়ু।

ইংলণ্ডের জল বায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর; পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকুল ভাগ পূর্ব্বভাগ অপেক্ষা উষ্ণ। দক্ষিণ পশ্চিমে বৃষ্টিও অধিক হয়।

উৎপন্ন।

টীন, লৌহ, তাম্র, রাং, কয়লা ও লবণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। শস্যের মধ্যে ওট, গম ও যব প্রধান। আতা, কুল, চেরী ইত্যাদি ফল যথেষ্ট। ওক, বিচ ও দেবদারু ইত্যাদি কাষ্ঠ ও প্রচুর আছে।

আরণ্য ও গৃহপালিত জন্তু।

শৃগাল ভিন্ন হিংস্রক জন্তু প্রায় দেখা যায় না। ঘোটক, বৃষ, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু।

স্কটলণ্ড।

স্কটলণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা ইংলণ্ড ও আইরিস সাগর এবং পূর্ব্ব সীমা উত্তর সাগর। পরিমাণ ফল ৩১ হাজার বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষ ৭ হাজার।

স্কটলণ্ড প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত। উত্তরে হাইলণ্ডস্, পশ্চিমে আইলণ্ডস্ (দ্বীপসমূহ) এবং দক্ষিণে লোল্যাণ্ডস্।

স্কটলণ্ড ৩৩টী সায়ার বা কাউণ্টিতে বিভক্ত।

১। উত্তর ভাগে ১০টি কাউণ্টি।

কাউণ্টি প্রধান নগর।

অর্কেনি ও সেটল্যাণ্ড—কির্ক-ওয়াল।

চেইথনেস—উইক।

সাদারল্যাণ্ড—ডরনক।

রস—ডিঙ্গওয়াল।

ক্রমার্টি—ক্রমার্টি।

ইনভারনেস—ইনভারনেস।

নেইরণ—নেইরণ।

এলগিন—এলগিন।

কাউণ্টি প্রধান নগর।

বেন্‌ফ—বেন্‌ফ।

এবার্ডিন—এবার্ডিন।

২। মধ্যভাগে ১০টি কাউণ্টি

কিঙ্কারডাইন—ষ্টোনহেবন।

ফোরফার—ফোরফার, ডাণ্ডী

পার্থ—পার্থ।

ফাইফ—কুপার।

কিনরস—কিনরস।

ক্ল্যাকম্যানন—ক্ল্যাকম্যানন।

কাউণ্টি প্রধান নগর।	কাউণ্টি প্রধান নগর।
ষ্টারলিং—ষ্টারলিং।	ল্যানার্ক—ল্যানার্ক, গ্ল্যাসগো।
ডম্বার্টন—ডম্বার্টন।	আয়ার—আয়ার।
আরগাইল—ইনভারারি।	উইগটাউন—উইগটাউন।
বিউট—রথসে।	কিরকুব্রি—কিরকুব্রি।
৩। দক্ষিণভাগে ১৩টি কাউণ্টি	ডামফ্রিজ—ডামফ্রিজ।
হাডিংটন—হাডিংটন, ডানবার।	রক্সবরা—জেডবরা।
এডিনবরা—এডিনবরা, লীথ।	সেলকার্ক—সেলকার্ক।
লিনলিথগো—লিনলিথগো।	বারিক—গ্রিন্‌ল।
রেনফ্রু—রেনফ্রু।	পিবলিস—পিবলিস।

এডিনবরা রাজধানী; অতি সুন্দর নগর, বিশ্ববিদ্যালয় আছে ও বানিজ্য বন্দর। গ্ল্যাসগো, শিল্প প্রধান ও বানিজ্য স্থান। লীথ, ডাণ্ডী, গ্রীনক ও এবার্ডিন সমুদ্র বন্দর। ডাণ্ডী ও পেসনী, শিল্প প্রধান স্থান। ইনভারনেস, উত্তর হাইলণ্ডের মধ্যে বৃহৎ নগর।

দ্বীপ।

স্কটলণ্ডের উত্তরে সেটলণ্ড ও অর্কেনি দ্বীপপুঞ্জ। পশ্চিমে হেব্রাইডিজ এবং পশ্চিম দক্ষিণে বিউট ও আরণ।

অন্তরীপ।

ডানেটহেড, স্কটলণ্ডের উত্তরে। রাথ, উত্তর পশ্চিমে। মালঅবগলওয়ে, দক্ষিণে। এবং সেণ্টআব্বসহেড, বারিকের উত্তর পশ্চিম।

পর্ব্বত।

স্কটলণ্ড একটি পর্ব্বত সমাকীর্ণ দেশ, ইহার উত্তরে হাইলণ্ডস, মধ্যভাগে রস ও ইনভারনেস সায়ারের মধ্যে গ্রাম্পিয়ান।

নোথারথ ও চিভীয়েট দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রাম্পিয়ানের শৃঙ্গ বেন্‌নেভিস, গ্রেট বৃটনের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ।

সাগর শাখা।

উত্তরে পেণ্টল্যাণ্ড ফ্রিথ; পশ্চিমে লচলিনহি, ফ্রিথ অব ক্লাইড, সলবে ফ্রিথ। এবং পূর্ব্বভাগে ফ্রিথ অব ফোর্থ, ফ্রিথ অব টে ও মোরে ফ্রিথ।

হ্রদ।

স্কটলণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি হ্রদ আছে তন্মধ্যে লকলোমণ্ড ষ্টারলিং সায়ারের পশ্চিম; বৃটনের মধ্যে বৃহৎ হ্রদ এবং উহার নিকট ক্যাটরাইন নামে হ্রদ আছে, এই দুইটিই প্রধান।

নদী।

ক্লাইড, টুইড, টে ও স্পে এই কয়েকটিই প্রধান।

জল বায়ু—স্কটলণ্ড ইংলণ্ড হইতে শীতল ও আর্দ্র।

আয়র্লণ্ড।

আয়র্লণ্ডের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর এবং পূর্ব্ব সীমা সেণ্টজর্জ প্রণালী ও আইরিস সাগর। পরিমাণ ফল ৩২৫০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৫০ লক্ষ। এই দ্বীপ ইউরোপের মধ্যে তৃতীয় এবং গ্রেটবৃটনের ⅜ হইবে।

আয়র্লণ্ড প্রধান ৪টি প্রভিন্স বা প্রদেশে বিভক্ত যথা আলষ্টার প্রদেশ, কনট প্রদেশ, লিনষ্টার প্রদেশ ও মানষ্টার প্রদেশ। এই চারিটি প্রদেশে ৩২ কাউণ্টি আছে।

১। আলষ্টার প্রদেশ।

কাউণ্টি—প্রধান নগর।
আণ্ট্রিম—বেলফাষ্ট।
লণ্ডনডেরি—লণ্ডনডেরি।
ডনিগ্যাল—লিফোর্ড।
টাইরোন—ওমা।
ফারম্যানা—ইনিস্কিলেন।
ক্যাভান—ক্যাভান।
মৌনহান—মৌনহান।
আরমা—আরমা।
ডাউন—ডাউনপ্যাট্রিক।

২। কটন প্রদেশে।

লেটরিম—ক্যারিক।
শ্লিগো—শ্লিগো।
মেও—ক্যাসলবার।
গলওয়ে—গলওয়ে।
রসকমন—রসকমন।

৩। মানষ্টার প্রদেশে।

ক্লেয়ার—ইনিস্।
কাউণ্টি—প্রধান নগর।
লিমারিক—লিমারিক।
কেরে—ট্রালি।
কর্ক—কর্ক, জহাল।
ওয়াটারফোর্ড—ওয়াটারফোর্ড।
টেপারেরি—ক্লনমেল।

৪। লিনষ্টার প্রদেশে।

লাউথ—ডাণ্ডাক।
পূর্ব্বমিথ—ট্রিম।
লংফোর্ড—লংফোর্ড।
পশ্চিমমিথ—মালিঙ্গার।
কিংসকান্ট্রি—টুলামোর।
কুইন্স্কাণ্ট্রি—মারিবরা।
কিলকিনি—কিলকিনি।
ওয়েক্সফোর্ড—ওয়েক্সফোর্ড।
কারল—কারল।
উইকল—উইকল।
কিলডেয়ার—নেইজ, মেনুথ।
ডাবলি—ডাবলিন।

ডাবলিন, রাজধানী; সুন্দর ও বৃহৎ নগর। ভাইসরয় এখানে বাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয় আছে। মেনুথ এখানে রোমান ক্যাথলিক কলেজ আছে। বেলফাষ্ট, দ্বিতীয় বন্দর; কর্ক, তৃতীয়বন্দর। লিমারিক, প্রধান সমুদ্র বন্দর। ওয়াটারফোর্ড, গলওয়ে ও শ্লিগো,

সমুদ্র বন্দর। লণ্ডনডেরি, বাণিজ্য বন্দর। আয়মা, প্রধান যাজকের বাসস্থান। কিলকিনি, পশমী কার্য্যের কারখানা আছে।

দ্বীপ।

আয়রলণ্ডের উত্তরাংশে রাথলিন ও পশ্চিমে আচিল।

অন্তরীপ।

ক্লিয়ার দক্ষিণে, হাউথ হেড, ডবলিনের নিকট।

পর্ব্বত।

আয়র্লণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণে অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। তন্মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে ম্যাগিলিকুডিরিকে, কারনচুয়াল নামক শৃঙ্গ সর্ব্বোচ্চ।

সাগর শাখা।

লাফ্ ফ্রয়েল, লাফসিল্লি, উত্তরে। গলওয়েবে পশ্চিমে। বানট্রিবে দক্ষিণ পশ্চিমে এবং বেলফাষ্ট লাফ্ দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

হ্রদ।

আয়রলণ্ডের উত্তর পূর্ব্বভাগে লক্নে নামক হ্রদই সর্ব্ব প্রধান। তদ্ভিন্ন কিলারনি হ্রদগুলির দৃশ্য অতি মনোহর।

নদী।

শ্যানন আটলাণ্টিক মহাসাগরে, লিফি ও বয়েন আইরিস সাগরে পড়িতেছে। জলবায়ু—মৃদু ও আর্দ্র।

গ্রেটবৃটনের সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রধান নগর সমূহ।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিভারপুল, বার্কিন হেড (ওয়েল্সের মধ্যে হলিহেড, সোয়ানসি ও কার্ডিফ) বৃষ্টল পশ্চিম উপকূলের সমুদ্র

তীরবর্ত্তী নগর। দক্ষিণ উপকূলে ফ্যালমথ, প্লিমথ, এক্জিটার, সাউদামটন, পোর্টস মাউথ, ব্রাইটন, হেষ্টিংস ও ডোবার। এবং পূর্ব্ব উপকূলে গ্রেভসেণ্ড হারউইচ্, হাল, স্কারবরা সাণ্ডারল্যাণ্ড, সিল্ডস্ ও বারইক।

স্কটলণ্ডের অন্তর্গত ডম্বার্টন, গ্রীনক ও আয়ার পশ্চিম উপকূলে। লীথ, ডাণ্ডী, মণ্ট্রোজ, ষ্টোনহেবন, এবার্ডিন, পিটারহেড, ইনবারনেস্ ও উইক পূর্ব্ব উপকূলে।

আয়র্লণ্ডের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর—উত্তরে লণ্ডনডেরী। পশ্চিমে শ্লিগো, গলওয়ে ও লিমারিক; দক্ষিণে কর্ক, ওয়াটারফোর্ড এবং ডাবলিন। নিউরি, ও বেলফাষ্ট পূর্ব্বউপকূলের সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগর।

আফ্রিকা।

উত্তর সীমা ভূমধ্য সাগর; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর, এবং পূর্ব্বসীমা ভারত মহাসাগর, লোহিতসাগর ও সুযেজ যোজক। দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০০ মাইল, বিস্তার প্রায় ৫০০০ মাইল। পরিমাণ ফল ১ কোটী দেড় লক্ষ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২০ কোটী। আফ্রিকাকে ডার্ক কণ্টিনেণ্ট বলে।

আফ্রিকা নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি দেশে বিভক্ত।

দেশ	প্রধান নগর
অবিসীনিয়া—	গান্দার, মাগদালা, আদোয়া, অক্সাম, আঙ্কেবার(১)।
নিউবিয়া—	কার্ত্তুম, সেনার, দঙ্গোলা (২)।

(১) আবিসীনিয়া পুরাকালে ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত। মাগদালা ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা অধিকার করেন।

(২) কার্ত্তুম ক্রীতদাস ব্যবসায়ের প্রধান আড্ডা। জেনারল গর্ডন এখানে নিহত হয়।

দেশ		প্রধান নগর
ঈজিপ্ত	—	সুয়েজ, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো (৩)।
ত্রিপোলি ও বার্কা	—	ত্রিপোলি।
তিউনিস	—	তিউনিস।
আলজীরিয়া	—	আলজীরিয়া।
মরক্কো	—	মরক্কো, মোগাদর, ফেজ, তাঞ্জিয়ার।
সাহারা	—	ইহার মধ্যে কোন নগর নাই, কেবল মাত্র প্রকাণ্ড মরুভূমি।
সুদান (নিগ্রেসয়া)	—	সেগো, তিম্বক্তু, সোকোটো ও কুকা (৪)।
সেনিগাম্বিয়া	—	বাথর্ষ্ট, সেণ্টলুইস, ও গোরে (৫)।
উত্তরগিনি	—	ফ্রিটাউন, কোমাসি, য়্যাবোমি (৬)।
দক্ষিণ গিনি	—	লোয়াঙ্গো।
কঙ্গোরাজ্য	—	সানশালভেডার।

---

* মরক্কো, আলজীরিয়া, তিউনিস, ত্রিপোলি ও বার্কা এইগুলিকে বার্ব্বরিষ্টেটস্ বলা যায়।

(৩) ঈজিপ্ত অতি প্রাচীন দেশ পূর্ব্বকালের শিল্প নৈপুণ্যের চিহ্ন পিরামিড অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। সভ্যতা ও সমৃদ্ধিশালীতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কায়রো আফ্রিকার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান নগর। লোক সংখ্যা ৩৭০ হাজার। আলেকজান্দ্রিয়া প্রধান সমুদ্র বন্দর, আলেকজেন্দার এই নগর স্থাপন করেন।

(৪) সেগো বাম্বারার রাজধানী। তিম্বক্তু বাণিজ্য স্থান।

(৫) বাথর্ষ্ট বৃটিশ উপনিবেশের রাজধানী, সেণ্টলুইস ফরাশী উপনিবেশের রাজধানী।

(৬) ফ্রিটাউন সিরিয়ালিয়নের রাজধানী, ইংরেজেরা ক্রীতদাস ব্যবসা নিবারণ জন্য ১৭৪৭ খৃঃ অব্দে উহা স্থাপন করেন। য়্যাবোমি দাহামির রাজধানী। দাহামির রাজা ইহার শাসন কর্ত্তা এখানে ৫ হাজার স্ত্রীলোক সৈন্য আছে।

দেশ		প্রধান নগর
কেপ্‌কলোনি	—	কেপটাউন, গ্রেহামসটাউন (১)।
অরেঞ্জফ্রিষ্টেট	—	ব্লোমফন্‌টিন।
নাতাল	—	পিটারমেরিজবার্গ।
ট্রান্সবাল	—	প্রিতোরিয়া।
সোফালা	—	সোফালা।
মোজাম্বিক	—	মোজাম্বিক (২)।
জাঞ্জিবার	—	জাঞ্জিবার, মোম্বাস।

দ্বীপ।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—মদিরা (৩), কানেরি (৪), কেপ-ভার্ড (৫), গোরে, ফর্ণান্দপো, সেণ্টতমাস, আসেনসন ও সেণ্টহেলেনা (৬)।

ভারত মহাসাগরে—মাদাগাস্কর (৭), রেইউনিয় (বুর্ব্বো) (৮) মরিশস (৯), কমরো, আমিরান্তি, সেশেলপুঞ্জ ও সকোত্রা।

১। কেপটাউন দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ রাজধানী।

২। মোজাম্বিক পূর্ব্ব আফ্রিকার পর্ত্তুগীজ রাজধানী।

৩। ফনশাল রাজধানী, পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত, মদ্যের জন্য বিখ্যাত।

৪। সেণ্টাক্রুস রাজধানী স্পেনের অধিকৃত।

৫। শান্তিয়াগো রাজধানী, পর্ত্তুগীজদের অধিকৃত।

৬। এই দ্বীপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে ইংরাজেরা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৭। একটী বৃহৎ দ্বীপ, পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম, টেনানেরিভো রাজধানী, টেমাটেব সমুদ্রবন্দর, ফরাশীদের এখানে বেশ প্রতিপত্তি আছে।

৮। ফরাশীদের অধিকৃত, চিনি পাওয়া যায়।

৯। পোর্টলুইস রাজধানী, ইহা ইংরেজাধিকৃত, এখানে চিনি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অন্তরীপ।

বন্ তিউনিসের উত্তর ; ব্লাঙ্কো (শ্বেত অন্তরীপ), ভার্ড (সবুজ অন্তরীপ) আফ্রিকার পশ্চিমাংশে ; পামাশ গিনির মধ্যে ; উত্তমাশা (১) ও আগুলস আফ্রিকার দক্ষিণ, গার্ডাফিউ আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে।

পর্ব্বত।

আটলাস আফ্রিকার উত্তরে, মরক্কোর মধ্যে ; টেনারিফ কানেরি দ্বীপে, ইহার একটি বৃহৎ আগ্নেয় গহ্বর আছে ; কং গিনির উত্তরে ; নিউবেণ্ট কেপকলনির উত্তরে ; ড্রাকেনবর্গ নাতালের পশ্চিম ; লাপ্লাতা মোজাম্বিকের পশ্চিম ; আফ্রিকার সর্ব্ব প্রধান শৃঙ্গ কিলিমানজিরো, ৩½ মাইল উচ্চ। কেনিয়া, কিলিমানজিরো অপেক্ষা কিছু ছোট, জাঞ্জিবারের পশ্চিম ; আবিসিনীয়ার পর্ব্বতশ্রেণী আবসীনিয়া দেশে।

সমতল।

আফ্রিকার মধ্যভাগ এক প্রকাণ্ড সমতল, ঐ সমতলের উত্তরাংশে সাহারা মরুভূমি। ঐ মরুভূমিতে কয়েকটি "ওয়েসিস" আছে।

সাহারা মরুর দক্ষিণে নীজর নদী প্রভৃতির ধারে ভূমি উর্ব্বরা।

উপসাগর।

সীদ্র উপসাগর ত্রিপোলির উত্তরে ; কাবেস উপসাগর তিউনিসের পূর্ব্বে, গিনি উপসাগর পশ্চিম উপকূলের প্রায় মধ্য স্থানে,

১। পর্ত্তুগালের রাজা জন উত্তমাশা নাম রাখিয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ষ্টরমিকেপ ছিল, এখানে বড় ঝড় বৃষ্টি হয়।

টেবল ও আলগোয়া আফ্রিকার দক্ষিণাংশে, ডেলাগোয়া ও সোফালা দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে; এডেন উপসাগর আফ্রিকার পূর্ব্বাংশে।

প্রণালী।

মোজাম্বিক, আফ্রিকা ও মদাগাস্করের মধ্যে।

হ্রদ।

দেম্বিয়া আবিসিনিয়ার মধ্যে; চাঁদ হ্রদ আফ্রিকার প্রায় কেন্দ্র স্থলে; আলবার্টনিয়ান্জা ও ভিক্টোরিয়া নিয়ান্জা পূর্ব্ব আফ্রিকায়, বিষুবরেখার নিকট; তঙ্গানিকা, বঙ্গইওলো, ন্যাসা মধ্য আফিকায়; শিরবা ন্যাসার নিকট এবং জ্ঞামী ন্যাসার দক্ষিণ, এইগুলি ক্ষুদ্র হ্রদ। দিলোলো বঙ্গইওলোর পশ্চিম দক্ষিণ। বিষুররেখার দক্ষিণ আর কতকগুলি হ্রদ আছে, ঐগুলি সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার হয় নাই।

নদী।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
নীল	ভিক্টোরিয়া-নিয়ান্জা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া আবিসিনিয়া ও মিসর দেশের মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরে।	আলেকজান্দ্রিয়া, রোজেত্তা, ডামিয়েত্তা, কাইরো, ঘিজে, আসোয়ান, ওয়াদিহাপা, দঙ্গোলা, আবুহামেদ, কার্ত্তুম, সেনার, গ্রান্দার, গণ্ডকোরা।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
সেনিগাল	কং পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	শাঁলুই।
গাম্বিয়া	ঐ ঐ	বাথর্ষ্ট, ফোর্ট-জেমস্।
রোকেল	ঐ ঐ	ফ্রিটাউন।
নীজর	ঐ ঐ	তিম্বক্তু, সেগো, বুসা।
কঙ্গো	ঐ দক্ষিণগিনি দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	বনানা, বোমা, লিওপোল্ডভিলি, ব্রজাভিলি, নয়ঙ্গী।
অরেঞ্জ	ড্রাকেনবর্গ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া কেপকলনির উত্তর সীমা দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	প্যাচেটষ্ট্রম।
জাম্বেজি (১)	দিলোলো হ্রদ হইতে বাহির হইয়া মোজাম্বিকও সোফালার মধ্য দিয়া মোজাম্বিক প্রণালীতে।	কিলিমানে, সেনা, তেতি, জম্বো, লিনিয়াণ্টি, সিসি-কে, লিয়ালুই।

জল বায়ু—আফ্রিকার জল বায়ু নীরস ও সাতিশয় উত্তপ্ত।

(১) এই নদীসংলগ্ন ভিক্টোরিয়া নামে বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে।

গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই দুই ঋতুই প্রধান। সাহারা মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় না। দিবাভাগ যে রূপ উষ্ণ, রজনী সেইরূপ শীতল। পূর্ব্বভাগে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়।

উৎপন্ন—আফ্রিকার উত্তর ভাগে গম, যব, তূলা, জলপাই, খেজুর ইত্যাদি জন্মে। মধ্যভাগে ভুট্টা, ধান্য, কলা, নারিকেল, চিনি, তেঁতুল, আদ্রক ইত্যাদি। পূর্ব্বভাগে কাফি ও অন্যান্য শস্য এবং দক্ষিণ ভাগে সুখাদ্য ফল মূল পাওয়া যায়। কার্পাসের চাষ কতকাংশে প্রচলিত হইতেছে। আফ্রিকার অনেকাংশে লবণ পাওয়া যায় ও হীরকের খনি আছে। অনেক নদীর বালুকায় স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়।

আরণ্য ও গৃহপালিত জন্তু—সিংহ, হস্তী, গণ্ডার, গরিলা নামক বনমানুষ, জলহস্তী, মহিষ, জিব্রা, বানর ও উটপক্ষী জঙ্গলে ও মরুভূমিতে দেখা যায়। প্রায় নদীতেই কুম্ভীর আছে। উষ্ট্র, মেষ, বৃষ ও ঘোটক গৃহপালিত পশু।

শাসন-প্রণালী—অধিকাংশ রাজ্যগুলিই যথেচ্ছাচার প্রণালীতে শাসিত হয়।

ধর্ম্ম—বার্ব্বরি, নিউবিয়া, গিনি, নিগ্রেসিয়া, পূর্ব্ব আফ্রিকার স্থানে স্থানে ও সেনিগাম্বিয়া প্রভৃতিতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত। অসভ্যজাতি মাত্রই জড়োপাসক। আবিসিনিয়া ও কেপকলনিতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচলিত।

বাণিজ্যদ্রব্য সমূহ।

আবিসিনিয়া হইতে স্বর্ণ ও গজদন্ত; ঈজিপ্ত হইতে কার্পাস, নীল, গঁদ, ধান্য, যব, গম, গজদন্ত ও তামাক; বার্ব্বরিষ্টেটস্ হইতে তৈল, পশুচর্ম্ম, স্পঞ্জ, পশম, শৃঙ্গ; মদিরা ও কানেরি দ্বীপ

হইতে মদ্য; সেনিগাম্বিয়া হইতে মোম, গম, স্বর্ণ, গজদন্ত, বাহাছুরী কাষ্ঠ ও গঁদ; আশান্তি হইতে গজদন্ত, রাঙ্গ, কাষ্ঠ ও স্বর্ণ; গিনি হইতে স্বর্ণরেণু ও গজদন্ত; আঙ্গোলা হইতে লৌহ, গজদন্ত, স্বর্ণ; এবং পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে স্বর্ণ ও গজদন্ত প্রভৃতি অন্য অন্য দেশে গিয়া থাকে।

আমেরিকা বা কলম্বিয়া।

উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর, পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর ও পূর্ব্ব সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। আমেরিকা বা কলম্বিয়া দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা বা কলম্বিয়া। পরিমাণফল প্রায় ১৬০ লক্ষ বর্গ মাইল। লম্বে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১০ হাজার মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৮ কোটী ৫৫ লক্ষ।

উত্তর আমেরিকা বা কলম্বিয়া।

উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর, পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, পানামা যোজক, কারিব উপসাগর ও মেক্সিকো উপসাগর এবং পূর্ব্বসীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর।

পরিমাণফল প্রায় ৯০ লক্ষ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭¾ কোটী। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৬০০ মাইল, বিস্তারে প্রায় ৩০০০ মাইল। উত্তর-আমেরিকা একটী হ্রদপ্রধান দেশ।

উত্তর আমেরিকা প্রধান ৫টি দেশে বিভক্ত:—

দেশ।	প্রধান নগর।
১। বৃটিশ আমেরিকা—	অটবা (রাজধানী), তরন্তো, কিংষ্টন, মন্ত্রেয়াল, কুইবেক, সেণ্টজন, হালিফাক্স (১)।

(১) তরন্তো একটি প্রধান বন্দর; কিংষ্টন বাণিজ্য স্থান; মন্ত্রেয়াল বৃটিশ আমেরিকার প্রধান ও বৃহৎ নগর; কুইবেক দুর্গের জন্য প্রসিদ্ধ; সেণ্টজন জাহাজ নির্ম্মাণ স্থান; হালিফাক্স সুদৃশ্য সমুদ্র বন্দর।

২। ইউনাইটেডষ্টেটস্ (আলাস্কা সহিত)—ওয়াশিংটন (রাজধানী), নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, বোষ্টন, নিউঅরলিয়ান্স, রিচমণ্ড, বাল্টিমোর চিকাগো, সানফ্রান্‌শিস্‌কো, নিউ আর্কেঞ্জল (১)।

৩। মেক্সিকো—মেক্সিকো, ভেরাক্রুশ, ক্যামপিচি, পিউব্লা, গোয়াডালচারা, আকাপুলকো (২)।

৪। মধ্য আমেরিকা, ইহার অন্তর্গত ৫টি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে—

গোয়াতিমালা—
সালভেডর—
হন্দুরাস—
নিকারাগোয়া—
কস্তারিকা—

(৩) নিউগোয়াতিমালা, ওল্ড গোয়াতিমালা, ট্রোহিলো, বেলিজ।

৫। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ—হাবানা, সাণ্ডমিঙ্গো, পোর্ট-অব-প্রিন্স, স্পানিসটাউন, কিংষ্টন (৫)।

(১) আলাস্কা পূর্ব্বে রুশিয়ার ছিল, এখন ইউনাইটেডষ্টেটসের অন্তর্গত হইয়াছে। ইউনাইটেডষ্টেটসের অধিবাসীরা অতিশয় ক্ষমতাশালী ও উন্নতিশীল বলিয়া খ্যাত।

(২) মেক্সিকো রাজধানী, ৭½ হাজার ফিট উচ্চ সমতলের উপর স্থিত, উত্তম প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত; ভেরাক্রুশ ও কামপিচি সমুদ্র বন্দর; পিউব্লা দ্বিতীয় বন্দর; গোয়াডালচারা তৃতীয় বন্দর; আকাপুলকো, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে বাণিজ্য বন্দর।

(৩) গোয়াতিমালা বৃহৎ নগর; বেলিজ ও ট্রোহিলো সমুদ্র বন্দর।

(৪) হাবানা কিউবার রাজধানী, বাণিজ্য বন্দর, চুরুটের জন্য প্রসিদ্ধ। সাণ্ডমিঙ্গো স্পেনিয়ার্ডেরা আমেরিকায় প্রথম এই নগর স্থাপন করেন: পোর্ট-অব-প্রিন্স, হেতীর রাজধানী; স্পানিস্‌টাউন জামেকার রাজধানী।

দ্বীপ।

গ্রীনৃলণ্ড (১), পারিপুঞ্জ, মেলভিল, ককবরণ ও সাউদামটন আমেরিকার উত্তর পূর্ব্ব ; ফক্সপুঞ্জ আলাস্কার পশ্চিম ; কুইন্স্‌সার-লটপুঞ্জ, ও ভাঙ্কোবর বৃটিশ আমেরিকার পশ্চিম ; পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে ; বার্ম্মুদাস ইউনাই-টেডষ্টেটসের পূর্ব্ব ; কেপবৃটন, প্রিন্সএডওয়ার্ড (২), সেণ্টলরেন্স উপসাগরে ; নিউফাউণ্ডলণ্ড (৩) নভাস্কোসিয়ার উত্তরপূর্ব্ব।

উপদ্বীপ।

আলাস্কা উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিমে ; লোয়ার কালি-ফর্ণিয়া, পশ্চিমে ; ইউকাটান ও ফ্লোরিডা দক্ষিণে ; নভাস্কোসিয়া ও লাব্রাদর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

যোজক।

তিহুন্তিপেক উত্তর ও মধ্য আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী ; পানামা বা দারিয়েন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী।

অন্তরীপ।

বারো,আলাস্কার উত্তর ; প্রিন্স-অব-ওয়েলস্‌ বেরিং প্রণালীতে; সেণ্টলুকস্‌ কালিফর্ণিয়ার দক্ষিণ ; সেবল ফ্লোরিডার দক্ষিণ ; হাতা-রস ও কড ইউনাইটেডষ্টেটসের পূর্ব্বাংশে ; রেস্‌ নিউফাউণ্ডলণ্ডের দক্ষিণ ; ফেয়ারওয়েল গ্রীনলণ্ডের দক্ষিণ।

---

(১) এই দ্বীপ সর্ব্বদা বরফাচ্ছন্ন থাকে, ইহার অধিবাসিগণকে এস্কিমো বলা যায়। ইহার রাজধানী অপার্ণাবিক। দিনেমারদিগের অধিকৃত।

(২) সারলটটাউন প্রিন্স এডওয়ার্ড দ্বীপের রাজধানী।

(৩) সেণ্টলরেন্স নিউফাউণ্ডলণ্ডের রাজধানী।

পর্ব্বত।

ঈলিয়স ও ফেয়ারওয়েদার আলাস্কার দক্ষিণপূর্ব্ব ; রকি ইউনাইটেডষ্টেটসের পশ্চিম ; কাস্‌কেদ্‌ ও সিরিয়ানেভেডা কালিফর্ণিয়ার উত্তর পশ্চিমে ; মেক্সিকো পর্ব্বত মেক্সিকোর মধ্যে ; আলিগেনি (১) ইউনাইটেডষ্টেটসের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

আগ্নেয়গিরি।

ওরিধাবা ও পোপোক্যাটীপেটল মেক্সিকোর অন্তর্গত ; উত্তর আমেরিকার মধ্যে বৃহৎ ও ৩½ মাইল উচ্চ।

সমতল।

উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থিত সমতল অতি বৃহৎ, মেক্সিকো উপসাগর হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বে আলিগেনি ও পশ্চিমে রকি পর্ব্বত দ্বারা সীমাবদ্ধ। মধ্যস্থিত সমতলের দক্ষিণ ভাগের ভূমি উর্ব্বরা, মিসিসিপি নদীর জলদ্বারা সিক্ত।

সাগর ও উপসাগর।

কালিফর্ণিয়া উপসাগর মেক্সিকোর পশ্চিম ; তিহুন্তিপেক মধ্য-আমেরিকার পশ্চিম ; হন্দুরাস গোয়াতিমালার পূর্ব্ব ; কাম্পিচি ইউকাতানের দক্ষিণ পশ্চিম ; কারিবিয়ান সাগর দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ; মেক্সিকো উপসাগর

(১) ইহার প্রধান শৃঙ্গের নাম মাউন্ট ওয়াশিংটন।

ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের দক্ষিণ; ফণ্ডী উপসাগর নভাস্কোসিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম; সেণ্টলরেন্স উপসাগর নিউফাউণ্ডলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে; হাডসন একটি বৃহৎ দ্বৈপ সাগর, আটলাণ্টিক মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত; বাফিন উপসাগর গ্রীনলণ্ডের পশ্চিম।

প্রণালী।

বেরিং (১) প্রণালী এসিয়া ও উত্তর আমেরিকাকে পৃথক করিতেছে; বেলিলি প্রণালী লাব্রাদর ও নিউফাউণ্ডলণ্ডের মধ্যে; হাড্‌সন প্রণালী আটলাণ্টিক মহাসাগর ও হাড্‌সন উপসাগরকে সংযুক্ত করিতেছে; ডেবিস প্রণালী বাফিন উপসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী।

হ্রদ।

গ্রেট বেয়ার, গ্রেট শ্লেব, আথাবস্কা বৃটিশ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম; ইউনিপেগ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ নেলসন নদী দ্বারা সংযুক্ত এবং ঐ নদীপ্রদেশে; গ্রেটসণ্ট, রকি পর্ব্বতের পশ্চিম; নিকারাগোয়া, মধ্য আমেরিকায়; ঈরী, অন্তারিও (২), হুরণ, মিচিগ্যান ও সুপিরিয়র (৩), বৃটিশ আমেরিকার দক্ষিণাংশে, সেণ্টলরেন্স নদী দ্বারা সংযুক্ত।

(১) বিস্তারে ৩৬ মাইল, বেরিং নামক নাবিক ইহা আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহার নাম বেরিং হইয়াছে।

(২) সুপিরিয়র হ্রদ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সুস্বাদু জলবিশিষ্ট, ইহাঁর আয়তন মহীশুর অপেক্ষা বৃহৎ।

(৩) ঈরী ও অন্তারিও হ্রদের মধ্যে বৃহৎ নায়গারার জলপ্রপাত আছে, ১৬০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে জল পড়িতেছে।

নদী।

নাম।	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর।
নেলসন	ইউনিপেগ হ্রদ হইতে বাহির হইয়া বৃটিশ আমেরিকার মধ্য দিয়া হাডসন উপসাগরে।	ফোর্টইয়র্ক।
ম্যাকেঞ্জি	বৃটিশ আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী হ্রদ হইতে বাহির হইয়া উত্তর মহাসাগরে।	ফোর্টগুডহোপ।
কলম্বিয়া	রকি পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে।	গলেম।
কলরাদো	ঐ কালিফর্ণিয়া উপসাগরে।	অষ্টিন্।
রিওগ্রান্দে	ঐ মক্সিকো উপসাগরে।	মণ্টারসি।
মিসিসিপি	আইতস্কা হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বদিক হইতে ইলিনই এবং ওহিও আর পশ্চিম হইতে রেড, আর্কানসাস, মিস্সুরী প্রভৃতি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়া ইউনাইটেডষ্টেটসের মধ্য দিয়া মেক্সিকো উপসাগরে।	নিউ অরলিয়ান্স, ফ্রাঙ্কফোর্ট, ফোর্ট-উইলিয়ম, সেণ্ট-লুইস, বিস্কবর্গ।
হাডসন	ইউনাইটেডষ্টেটসের উত্তরস্থ হ্রদ হইতে বাহির হইয়া ঐ দেশের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	আলবানি, নিউ-ইয়ার্ক, ত্রয়।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ
সেণ্টলরেন্স	সুপিরিয়র হ্রদ হইতে বাহির হইয়া হুরণ, ঈরী ও অন্তারিও হ্রদের মধ্য দিয়া সেণ্টলরেন্স উপসাগরে।	কুইবেক, মন্ট্রেয়াল লাপ্রেরী, অটোবা, কিংষ্টন।

জল বায়ু—প্রাচীন মহাদ্বীপাপেক্ষা উত্তর আমেরিকার জল বায়ু শীতল। পূর্ব্বভাগ পশ্চিম ভাগ অপেক্ষা শীতল। রকি পর্ব্বতে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। অন্যান্য ভাগে কতক পরিমাণে হয়।

উৎপন্ন—বৃটিশ কলম্বিয়া ও কালিফর্ণিয়াতে অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ পাওয়া যায়; মেক্সিকো এবং নেভেদাতে রৌপ্য; তাম্র, কয়লা, লৌহ ও লবণ অন্যান্য অনেক স্থানেই পাওয়া যায়; শস্যাদি প্রায় সমুদয়ই জন্মে। আবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। দক্ষিণ ভাগে ভুট্টা, তণ্ডুল, চিনি, কার্পাস, তামাক মেহগেনি ও লগউড অনেক পাওয়া যায়।

আরান্য ও গৃহপালিত জন্তু—ভল্লুক নানা জাতীয় হরিণ, ওর‍্যাটল নামক সর্প অনেক দেখা যায়। গো, মেষ, ঘোটক ও কুকুর ইত্যাদি গৃহপালিত পশু এখানে অনেক আছে।

শাসন প্রণালী—ইউনাইটেডষ্টেটস্, মেক্সিকো, ও মধ্য-আমেরিকায় সাধারণ তন্ত্র। বৃটিশ আমেরিকা গবর্ণর জেনেরল দ্বারা শাসিত হয়; অল্পদিন হইল ইহার অধিবাসীগণ স্বাধীন হইবার মানসে অনেক গোলযোগ করিতেছে।

ধর্ম্ম—আদিমবাসীগণ জড়োপাসক, তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী।

বাণিজ্য দ্রব্য সমূহ—আলাস্কা হইতে মৎস্যের তৈল ও দেবদারু বৃক্ষ; বৃটিশ আমেরিকা হইতে কাষ্ঠ, ধান্য, লোম, কড ও অন্যান্য মৎস্য; ইউনাইটেডষ্টেটস্ হইতে তূলা, তণ্ডুল, তামাক, চিনি, নীল, শণ, কেরোসিন তৈল, গাঁজা; মেক্সিকো হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য; মধ্য-আমেরিকা হইতে নারিকেল, নীল, আলতা, তূলা, চিনি, কাষ্ঠ, সারসা প্যারিলা; পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে চিনি, কাফি, শুঁট, মেহগেনি কাষ্ঠ, চুরুট, আলতা প্রভৃতি অন্য অন্য দেশে গিয়া থাকে।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্।

ইউনাইটেড ষ্টেটসের উত্তর সীমা বৃটিশ আমেরিকা ও উত্তর মহাসাগর, পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর; পূর্ব্ব সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। পরিমাণ ফল ৩৬ লক্ষ বর্গ মাইল। ভারতবর্ষের ২½ গুণ বড় ইউরোপের প্রায় সমান। লোকসংখ্যা ৬৫০ লক্ষ। এই দেশ পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় উন্নত।

ইহার শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্র, এ স্থানে কোন রাজা নাই। প্রত্যেক চারি বৎসর পর সাধারণ তন্ত্রের অধিনায়ক একজন প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। কংগ্রেস নামক প্রতিনিধিমহাসভা হইতেই সকল রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ সভার সভাতি সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট। আলাস্কা ও কলম্বিয়া ভিন্ন ইউনাইটেড-ষ্টেটসে ৪২টি ষ্টেটস্ ও ৫টি প্রদেশ আছে।

ওয়াশিংটন রাজধানী, কলম্বিয়ায় পটোম্যাক নদীর তীরে অব-স্থিত। এস্থানে কংগ্রেস নামে মহাসভা হয়।

নিউইয়র্ক—হাডসন নদীর মোহনায়, একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বাণিজ্য বন্দর এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের মধ্যে প্রধান। লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ।

ব্রুকলিন—ইউনাইটেড ষ্টেটসের মধ্যে তৃতীয় বন্দর।

য়্যালবনি—নিউইয়র্ক ষ্টেটের রাজধানী।

বাফেলো—ঈরী হ্রদের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত, বৃহৎ বাণিজ্য স্থান।

ফিলাডেলফিয়া—দ্বিতীয় বন্দর দেলাওয়ার নদীর তীরে, বিদ্যা-লোচনা ও দাতব্য সমাজের প্রধান স্থান।

পিট্সবর্গ—ওহিও নদীর তীরে, লৌহদ্রব্যের কারখানা স্থান।

বোষ্টন—পূর্ব্ব উপকূলে বৃহৎ বাণিজ্য স্থান।

লাওয়েল—কার্পাস বস্ত্রের কারখানা স্থান।

বাল্টিমোর—ময়দার প্রধান বাণিজ্য স্থান।

রিচমণ্ড—ভারজিনার রাজধানী।

চার্লসটন—দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের বৃহৎ সমুদ্রবন্দর।

মোবিল—দ্বিতীয় কার্পাস বাণিজ্যস্থান।

নিউ অরলিয়ান্স—দক্ষিণাংশের প্রধান বন্দর, কার্পাস বাণিজ্য স্থান।

সিনসিন্ন্যাটাই—ওহিও নদীর তীরে, শস্যাদি ও মাংসের বাণিজ্য স্থান।

চিকাগো—মিচিগ্যান হ্রদের দক্ষিণাংশে, খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসা স্থান।

মিলওয়াকি—মিচিগ্যান হ্রদের ধারে, শস্যের ব্যবসাস্থান।

ওমাহা ও সিউক্সসিটি—খাদ্য সামগ্রীর ব্যবসা স্থান।

সেণ্টলুইস—মিসুরী তীরে প্রধান বাণিজ্য স্থান।

সল্টলেকসিটি—উটার রাজধানী।

সানফ্রানসিসকো—প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে বৃহৎ সমুদ্র বন্দর, স্বর্ণ, পারদ ও শস্যাদির প্রধান ব্যবসাস্থান।

অন্তরীপ।

ফ্লাটারী, ব্লাঙ্কো, ও মেণ্ডসিনো ইউনাইটেড ষ্টেটসের পশ্চিম, সানব্লাস ও সেবল অন্তরীপ দক্ষিণে অবস্থিত; হাট্রাস, সেবল ও রেস পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

পর্ব্বত।

কাসকেদ ও সিরিয়ানেভেদা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে; আলিগেনি ইউনাইটেডষ্টেটসের পূর্ব্বাংশে।

নদী।

সাক্রামেণ্টো, কলরাদো, রিওগ্রান্দো, রেড, আরকানসাস, মিস্থরী, মিসিসিপি, ওহিও, টেনাসি এবং পোটম্যাক।

জলবায়ু—উত্তর পূর্ব্বাংশ শীতল, মধ্যভাগ নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণ ভাগ উষ্ণ; মেক্সিকো উপসাগরের তীরস্থ দেশ অস্বাস্থ্যকর।

ইউনাইটেডষ্টেটসে অন্যান্য শস্য ও তূলা প্রচুর জন্মে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ।

অনেকগুলি দ্বীপ একত্রিত হইয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইয়াছে, ফ্লোরিডা হইতে আরম্ভ করিয়া ওরিনিকো নদীর মোহনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কলম্বস প্রথম এই সকল দ্বীপ ভারতবর্ষের দ্বীপ মনে করিয়াছিলেন এই জন্য ইহার নাম পশ্চিম ভারতীয়

দ্বীপপুঞ্জ হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, ফ্লোরিডার দক্ষিণ পূর্ব্বে বাহামা; কারিব সাগরের উত্তরাংশে গ্রেটার য়্যান্টিল এবং কারিব সাগরের পূর্ব্বাংশে লেছার্ য়্যাণ্টির্ল।

গ্রেটার য়্যাণ্টিলের অন্তর্গত কিউবা, হেতী, জামেকা, ও পোর্টরিকো; লেছার । য়্যাণ্টিলের অন্তর্গত, ভারজীনা দ্বীপপুঞ্জ, লিওয়ার্ড ও উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ।

ইংরেজাধিকৃত দ্বীপসমূহ—বাহামা, জামেকা, লিওয়ার্ড দ্বীপ-পুঞ্জ, উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ ও ট্রিনিদাদ। জামেকা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, স্পেনিসটাউন রাজধানী। কিংষ্টন প্রধান সমুদ্রবন্দর। আণ্টিগা দ্বীপে লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের গবর্ণর বাস করেন। বার্ব্বা-ডোজ দ্বীপে উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের গবর্ণর বাস করেন। ব্রীজ-টাউন উহার প্রধান নগর।

স্পেনের অধিকৃত দ্বীপ ঃ—কিউবা ও পোর্টরিকো। কিউবার রাজধানী হাবানা, বৃহৎ বাণিজ্য বন্দর, চুরুটের জন্য খ্যাত। হেতী স্বাধীন; পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত, পোর্টঅবপ্রিন্স পশ্চিম ভাগের রাজধানী, সাণ্ডমিঙ্গো পূর্ব্বভাগের রাজধানী।

ফরাশীদের অধিকৃত দ্বীপ ঃ—মার্ত্তিনিক ও গোয়াডালুপ। হলণ্ড ও ডেনমার্কের অধিকৃত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

দক্ষিণ আমেরিকা বা কলম্বিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর সীমা কারিব সাগর; পশ্চিম সীমা কস্তারিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর এবং পূর্ব্ব সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর।

দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭০০ মাইল, বিস্তার ৩২০০ মাইল, পরিমাণ ফল প্রায় ৭০ লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২ কোটী ৮০ লক্ষ। অধিবাসীদের মধ্যে ⅙ ইউরোপীয়, অবশিষ্ট আদিম জাতি ও সঙ্কর নিগ্রো। দক্ষিণ আমেরিকা একটী নদীপ্রধান দেশ।

দক্ষিণ আমেরিকা প্রধান ১০টী দেশে বিভক্ত ঃ—

দেশ	প্রধান নগর
১। গায়না—	জর্জটাউন (বৃটিশ গায়নার রাজধানী); প্যারামারিবো (ডাচ গায়নার রাজধানী); কেইন (ফ্রেঞ্চ গায়নার রাজধানী) (১)।
২। বেনিজুয়ালা—	ক্যারাকাস (রাজধানী); মেরাকাইবো, কুমানা (২)।
৩। কলম্বিয়া—	বোগেটা (রাজধানী), কার্ত্তাজানা (সমুদ্র বন্দর), পানামা, আসাপিনওয়াল (৩)।
৪। একওয়াড—	কুইটো (রাজধানী), গুয়াকুইল (সমুদ্র বন্দর) (৪)।
৫। ব্রেজিল—	রাইডিজেনিরো (রাজধানী), বহিয়া, পারনামবুকো, মরানহাম (৫)।

১। কেইন এখান হইতে লঙ্কামরিচ রপ্তানি হয়।

২। মেরাকাইবো ও কুমানা সমুদ্র বন্দর।

৩। বোগেটা একটী সুন্দর নগর, ৯০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। পানামা ও আস্পিনওয়ালে জাহাজ চলিবার খাল কাটা হইয়াছে।

৪। কুইটো ৯৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটী সুন্দর নগর। এখানে চির-বসন্ত বিরাজমান। গুয়াকুইল, এখান হইতে কোকোয়া রপ্তানি হয়।

৫। রাইডিজেনিরো বৃহৎ বাণিজ্য স্থান ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে প্রধান। বহিয়া দ্বিতীয় বন্দর; পারনামবুকো ও মরানহাম সমুদ্রবন্দর।

৬। পেরু—লীমা (রাজধানী), ক্যালাও, আরিকুপা, কুজকো, প্যাজকো (১)।

৭। বলিভিয়া—চুকিসাকা (রাজধানী), লাপেজ, পতোসি।

৮। লাপ্লাতা ষ্টেটস্ ইহার অন্তর্গত ৩টী দেশ আছে।

পারাগাই—আসনসন (রাজধানী)।

আরাগাই—মন্দিভিদিও (রাজধানী)।

আরজেন্টাইন রিপাবলিক—বোনাসারিজ (রাজধানী) (২)।

৯। চিল্লি—সান্তিয়াগো (রাজধানী), ভালপেরিসো, কুকোম্বো চিলোয়ে (৩)।

১০। প্যাটাগোনিয়া—পোর্টসেনজুলিয়ান (রাজধানী)।

দ্বীপ।

মার্গরিতা, কারিব সাগরে। গালাপেগস্, জুয়ানফার্ণান্দেস, চেলোয়া প্রশান্ত মহাসাগরে। টেরাডেলফিউগো (অগ্নিপূর্ণ ভূমি) দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ। এস্থানে অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে ; ফকলণ্ডপুঞ্জ প্যাটাগোনিয়ার পূর্ব্ব।

অন্তরীপ।

ব্লাঙ্কো পেরুর উত্তর পশ্চিম ; হরণ টেরাডেলফিউগোর দক্ষিণ ; সেণ্ট আন্তানীয়ো লাপ্লাতার পূর্ব্বাংশে ; ফ্রিও এবং সেণ্টরক ব্রেজিলের অন্তর্গত।

১। লীমা স্পেনিয়ার্ডদিগের দক্ষিণ আমেরিকার পুরাতন সহর, এখানকার বৃহৎ বৃহৎ গির্জ্জার চূড়া স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত। প্যাজকো ১৩৭২০ ফিট উচ্চ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নগর।

২। বোনাসারিজের জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর।

৩। কুকোম্বো তাম্র বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা।

পর্ব্বত।

পারিমে গায়না ও বেনিজুয়ালার মধ্যে; আন্দীজ হরণ অন্তরীপ হইতে পানামা যোজক পর্য্যন্ত বিস্তৃত; একাঙ্গাগোয়া, রেজো ও সোরাটা এই তিনটি শৃঙ্গ প্রধান।

আগ্নেয়গিরি।

চিম্বারেজো (২১৪৯০ ফিট উচ্চ), কোটাপাক্সি ও আণ্টিসানা এই তিনটি আন্দিজের শৃঙ্গ, একওয়াডরের মধ্যে অবস্থিত, সজীব আগ্নেয়গিরি।

সমতল।

হরণ অন্তরীপ হইতে পানামা যোজক পর্য্যন্ত পশ্চিমভাগে আন্দীজ পর্ব্বত রহিয়াছে, উহার পূর্ব্বভাগ এক প্রকাণ্ড সমতল এবং ক্রমশঃ ঢালু হইয়াছে।

উপসাগর।

পারিয়া উপসাগর ট্রিনিদাদ ও বেনিজুয়ালার মধ্যে; মেরাকাইবো বেনিজুয়ালার উত্তর পশ্চিম; দেরিয়েন উপসাগর পানামা যোজকের উত্তর; পানামা উপসাগর পানামার দক্ষিণ; গোয়াকিল একওয়াডরের পশ্চিম; সেণ্টজর্জ ও সেনমার্টিয়াস প্যাটাগোনিয়ার পূর্ব্বাংশে; লাপ্লাতা উপসাগর উরাগাই ও লাপ্লাতার মধ্যে; আমাজন উপসাগর ব্রেজিলের উত্তর পূর্ব্বে।

প্রণালী।

ম্যাগালেয়ন্স বা মাজেলান টেরাডেলফিউগো ও প্যাটাগোনিয়ার মধ্যে; লেমেয়ার স্তাতিন ও টেরাডেলফিউগোর মধ্যে।

হ্রদ।

টিটিকাকা একটি বৃহৎ হ্রদ আন্দীজ পর্ব্বতের মধ্যে, এটি প্রায় ১৩০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। মেরাকাইবো বেনিজুয়ালার উত্তর।

নদী।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশ দিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
তকান্তিনস	ব্রেজিলের মধ্যস্থিত পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিলের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসগরে।	পারা, গোয়াজ
আমাজন (১)	আন্দীজ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিলের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	সান্তাক্রস, মালোস লাপেজ, সান্তারাম
এসিকিবে	পারিমে পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া গায়নার মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	জর্জ্জটাউন।
ওরিনেকো	ঐ বেনিজুয়ালার মধ্য দিয়া ঐ	আঙ্গুস্তুরা
ম্যাগডলিনা	আন্দীজ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া কলম্বিয়ার মধ্যদিয়া কারিব সাগরে।	পাপিয়ান, কাটা।
লকরেডো	ঐ লাপ্লাতার মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	

(১) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী, ইহার প্রায় ২০০ উপনদী আছে। তন্মধ্যে মাদেরা ও টেপাজস্ প্রধান, এই নদী দৈর্ঘ্যে ৪০০০ মাইলের অধিক।

নাম	কোথা হইতে বাহির হইয়া কোন্ কোন্ দেশদিয়া কোথায় পড়িতেছে।	তীরস্থ নগর
লাপ্লাতা	পারাগাই, উরাগাই ও পরাণ এই তিন নদীর সংযোগ উৎপন্ন হইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	করিএণ্টিস, পারানা, বোনা-সারিজ।
সানফ্রান-সিস্কো	ব্রেজিলের পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ঐ দেশের মধ্য দিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে।	বারা, জোয়াজিরো পেনিডো।

জলবায়ু।—উত্তর আমেরিকা অপেক্ষা দক্ষিণ আমেরিকার জলবায়ু উষ্ণ, কিন্তু প্রাচীন মহাদ্বীপের উষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থিত দেশ সমূহের অপেক্ষা শীতল। উত্তর পূর্ব্ব উপকূলে অতিশয় বৃষ্টি হয়, কিন্তু পশ্চিম উপকূলের অনেকাংশেই প্রায় বৃষ্টি হয় না।

উৎপন্ন।—পেরুতে রৌপ্য, ব্রেজিলে হীরক ও স্বর্ণ, চিল্লিতে তাম্র এবং আন্দীজ পর্ব্বতে বহুমূল্য অনেক প্রস্তর ও ধাতু পাওয়া যায়: কয়লা ও লবণ যথেষ্ট। দক্ষিণ আমেরিকা অতিশয় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, যে স্থান সমূহে আবাদ ইত্যাদি হয় সেই সকল স্থানে উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জাদি জন্মিয়া থাকে। ভুট্টা, কদলী, নারিকেল, চিনি, কাফি, নীল, তূলা, আলু, কাসাভা, মেহগেনি কাষ্ঠ ইত্যাদি অনেক পাওয়া যায়। গোপাদক নামে একপ্রকার বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়। অনেক প্রকার তালজাতীয় বৃক্ষ আছে। সিঙ্কোনা প্রচুর জন্মে।

আরণ্য ও গৃহপালিত জন্তু।—আলপাকা ও লামা নামে পশু আন্দীজ পর্ব্বতে দৃষ্ট হয়। কুম্ভীর ও সর্প যথেষ্ট আছে। আন্দীজ পর্ব্বতে একপ্রকার শিকারী পক্ষী আছে ঐরূপ পক্ষী পৃথিবীতে আর নাই। ইউরোপ হইতে এখানে গো, মেষ, ঘোটক ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু আনীত হইয়াছে। এই সমুদয় জন্তু ও লামাই ভার বাহক ও গৃহপালিত জন্তু।

শাসন প্রণালী।—ব্রেজিল ও গায়নায় নিয়ম তন্ত্র, তদ্ভিন্ন আর সমুদয় স্থানেই সাধারণ তন্ত্র প্রণালী প্রচলিত।

ধর্ম্ম।—আদিম নিবাসীরা জড়োপাসক তদ্ভিন্ন অন্যান্য অধিবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী।

বাণিজ্য দ্রব্যসমুহ।—গায়না হইতে চিনি, তুলা, কাফি, রম ও এরারূট; কলম্বিয়া হইতে তুলা, নীল, তামাক, কাফি, কুইনাইনের ছাল ও চারা এবং পশুচর্ম্ম; ব্রেজিল হইতে চিনি, তুলা, কাফি, তামাক, হীরক ও গম; পেরু হইতে সোরা, চিনি, তুলা, শৃঙ্গ, রসাঞ্জন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র; বলিভিয়া হইতে বহুমুল্য ধাতু ও পশম। চিলি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, গম ইত্যাদি অন্য অন্য দেশে গিয়া থাকে।

ওসিয়ানিয়া (সামুদ্রিকা)।

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপগুলিকে ওশিয়ানিয়া বা সামুদ্রিকা বলে।

প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর মধ্যে প্রধান মহাসাগর, উহার

পরিমাণ ফল প্রায় পৃথিবীর ১/১৫ অংশ হইবে; ওসিয়ানিয়ার পরিমাণ ফল প্রায় ৪০ লক্ষ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৪ কোটীরও উপর।

ওশিয়ানিয়া প্রধান ৫ ভাগে বিভক্ত।—উত্তর পশ্চিমাংশে মালেসিয়া, দক্ষিণাংশে অষ্ট্রেলেসিয়া এবং পূর্ব্বাংশে মিলেনেসিয়া, মাইক্রোনেসিয়া ও পলিনেসিয়া অবস্থিত।

মালেসিয়াকে পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কহে, ইহার উত্তরাংশে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মধ্যভাগে বোর্নিও; সুণ্ডাপুঞ্জ দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এবং মালাক্কা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহার অধিবাসী অনেক মালাই জাতি আছে বলিয়া উহাকে মালেসিয়া বলে। এই মালাইগণ পূর্ব্ব অধিবাসী নিগ্রোজাতিদিগকে মধ্যপ্রদেশে তাড়াইয়া উহারাই ভাল স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সমূদয় দ্বীপে মসল্লা ও নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ প্রচুর পাওয়া যায়। ব্যাঘ্র, গণ্ডার, ও হস্তী অনেক দ্বীপে দেখা যায়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে—লজন, পালাওয়ান ও মিণ্ডানাও প্রধান। মেনিলা লুজন দ্বীপের রাজধানী। এ স্থানে যথেষ্ট তামাক পাওয়া যায়। বোর্ণিও পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহৎ দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়াও গ্রীণলণ্ডের নিম্নেই এইটি বড়। ইহার কতক ইংরেজ ও কতক ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। এখান হইতে আবলুস-কাষ্ঠ, বেদানা, কিস্‌মিস্, মরিচ, হীরক ও য়্যাণ্টিমনি ধাতু অন্য দেশে গিয়া থাকে। সুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জে সুমাত্রা, যাবা ও আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। সুমাত্রা দ্বীপে তণ্ডুল, সাগু, প্রবাল, কর্পূর ও মরিচ যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার নিকট ব্যাঙ্কা দ্বীপে

টীনের বৃহৎ খনি আছে, ওলন্দাজ দিগের অধিকৃত। যাবা-দ্বীপের রাজধানী বটারিয়া।

মালাক্কা বা স্পাইস দ্বীপপুঞ্জে গিলোলো এবং আম্বয়না প্রধান। লবঙ্গ ও জায়ফলের প্রধান বাণিজ্য স্থান। ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। সেলিবিস রাজধানী মাকাসার ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। এখানে পিত্তল, আফিং, লবণ, সুপারি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

অষ্ট্রেলেসিয়া।

অষ্ট্রেলিয়া, টাসমেনিয়া ও নিউজিলাণ্ড এই গুলিকে অষ্ট্রে-লেসিয়া বা দক্ষিণ এসিয়া বলে।

অষ্ট্রেলিয়াকে ক্ষুদ্র মহাদেশ বা পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ দ্বীপ বলা যায়। ইহার উত্তর ও পশ্চিম সীমা ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ মহাসাগর এবং পূর্ব্ব সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। পরিমাণ ফল ৩০ লক্ষ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ। দৈর্ঘ্যে উত্তর দক্ষিণে ২০ হাজার মাইল, পূর্ব্ব পশ্চিমে ২২ হাজার মাইল। অষ্ট্রেলিয়া ভারতবর্ষের তিন গুণ বড়। ইংরেজ উপনিবেশ স্থান ব্যতীত ইহাতে অনেক অসভ্য জাতির বসতি আছে।

অষ্ট্রেলিয়া প্রধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত—

দেশ		প্রধান নগর
১। কুইন্সল্যাণ্ড	··	বৃষবেন।
২। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া	···	য়্যাডিলেড।
৩। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া	···	পার্থ।

৪। ভিক্টোরিয়া—মেলবোরণ (রাজধানী, ওসিয়ানিয়ার মধ্যে বৃহৎ নগর)।

৫। নিউসাউথ-ওয়েলস্ প্যারামেটা (পুরাতন নগর) সিডনি (অষ্ট্রেলিয়ার শাসনকর্ত্তার বাসস্থান)।

পর্ব্বত।

ফ্লিণ্ডার ও ষ্টুয়ার্ট পর্ব্বত শ্রেণী দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে; পিরানিস্ ভিক্টোরিয়ার দক্ষিণাংশে; অষ্ট্রেলিয়ান আল্পস্ ভিক্টোরিয়ার পূর্ব্বাংশে, ইহার শৃঙ্গের নাম কোচকুচকো। ৭১৭৬ ফিট উচ্চ; ব্লু পর্ব্বত নিউসাউথ-ওয়েলসের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

উপসাগর।

কার্পেনটেরিয়া অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে; সার্ক পশ্চিমাংশে; বৃহৎ অষ্ট্রেলিয়ান বাইট, স্পেনসার, সেণ্টভিনসেণ্ট, এনকাউণ্টার বে ও পোর্ট ফিলিপ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাংশে। বোটানিবে, পোর্টজ্যাকসন পোর্টষ্টিফেন, মেরিটন ও হারবে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

প্রণালী।

টরিস, ইয়র্ক অন্তরীপ ও নিউগায়নার মধ্যে; বাস, ভিক্টোরিয়া ও টাসমেনিয়ার মধ্যে।

হ্রদ।

ঈরী, টরেন্স, গ্রিগোরি ও ব্ল্যাঙ্কি দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে; ইহা ভিন্ন আরও অনেক হ্রদ আছে।

নদী।

মারে একটি বৃহৎ নদী, ইহার শাখানদী ডার্লিং। তীরস্থ নগর ওয়েলিংটন, ব্ল্যাঙ্কি টাউন ও ওয়েণ্টওয়ার্থ।

জলবায়ু—উত্তর ও মধ্য ভাগ উষ্ণ; দক্ষিণাংশ নাতিশীতোষ্ণ। ভারতবর্ষের শীত ঋতু অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্ম ঋতু সমান।

উৎপন্ন—পৃথিবীর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনিই প্রধান, ঐ স্থানে রৌপ্য, তাম্র ও কয়লা যথেষ্ট পাওয়া যায়। অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগে মরুভূমি, তদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানে তামাক, তূলা, শণ ও যব ইত্যাদি জন্মে।

আরণ্যও গৃহ পালিত জন্তু। ক্যাঙ্গারু অনেক দেখা যায়; গো, মেষ, ঘোটক ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে এখানে আনীত হইয়াছে।

শাসনপ্রণালী—সাধারণতন্ত্র প্রচলিত।

ধর্ম্ম—খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচলিত।

বাণিজ্যদ্রব্য সমুহ—যব, পশম, তাম্র ও স্বর্ণই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

তাসমেনিয়া।

তাসমেনিয়া বা ভাণ্ডিমণ্ড দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ, এটি প্রায় লঙ্কাদ্বীপের সমান। ইহার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। ইংলণ্ডের অপরাধীগণ এখানে নির্ব্বাসিত হইত। রাজধানী হোবার্ট টাউন।

নিউজিল্যাণ্ড।

অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি আগ্নেয় পর্ব্বত আছে এবং এই দ্বীপস্থ পর্ব্বতশ্রেণী সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন থাকে। এখানকার অধিবাসীরা মনুষ্যমাংস খাইত, এইক্ষণ, অনেকটা সভ্য হইয়াছে। অধিকাংশ লোকই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে।

বাণিজ্য দ্রব্য—পশম ও স্বর্ণ প্রধান। এই দ্বীপে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। ওয়েলিংটন নগরে এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তার বাসস্থান। অকলণ্ড পূর্ব্ব রাজধানী। ডানিডেন এই স্থানের স্বর্ণখনি প্রসিদ্ধ।

মিলেনেসিয়া।

অষ্ট্রেলেসিয়ার উত্তর পূর্ব্বাংশের দ্বীপগুলির নাম মিলেনেসিয়া। নিউগায়না বা পপুয়া পৃথিবীর মধ্যে আকারে ৪র্থ দ্বীপ। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত। এই দ্বীপ ইংরেজ, জর্ম্মন ও ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। নিউ আয়র্লণ্ড, নিউ বৃটন, নিউ হেব্রাইডিস, নিউ কালিডোনিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি মিলেনেসিয়ায় আরও কয়েকটি দ্বীপ আছে। এই সকল দ্বীপের আদিম অধিবাসীগণ মনুষ্যমাংস খায়।

মাইক্রোনেসিয়া।

মিলেনেসিয়ার উত্তর পূর্ব্বাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ আছে। উহাদিগকে মাইক্রোনেসিয়া বলে। ল্যাড্রোন ও কেরোলাইন দ্বীপপুঞ্জই ইহার মধ্যে প্রধান। ১৫২১ খ্রীঃ নাবিক ম্যাগালিয়ন এই দ্বীপ সমূহ আবিষ্কার করেন।

পলিনেসিয়া।

ইহার পশ্চিমে মালেসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব্ব ভাগে আমেরিকা। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ এই সমুদয় দ্বীপে অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। এই স্থানের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। আদিম অধিবাসীগণ মনুষ্য-মাংস খায়।

ইহার অন্তর্গত হাউই ও সাণ্ডুইস্ দ্বীপপুঞ্জ। হোনলুলু

হাউই দ্বীপের রাজধানী, এই দ্বীপ অত্রস্থ একজন স্বাধীন রাজার অধীন। কিলোয়া বা মাওনালোয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সজীব আগ্নেয় গিরি।

নেভিগেটার দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রেণ্ডলী দ্বীপপুঞ্জ ও সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে; টহিটী দ্বীপ ইহাদিগের মধ্যে বৃহৎ। মার্কেসাস ফরাশীদের অধিকৃত।

আণ্টার্টিকা।

দক্ষিণ মহাসাগরে কুমেরুর নিকটস্থ দ্বীপগুলিকে আণ্টার্টিকা বলে। সাউথ ভিক্টোরিয়া (এখানে এরিবাস নামক ১২৪০০ ফিট উচ্চ একটি আগ্নেয় গিরি আছে), গ্রেহামস্‌ল্যাণ্ড সাউথ সেটল্যাণ্ড ও সাউথ জর্জ্জিয়ান দ্বীপপুঞ্জ আণ্টার্টিকার অন্তর্গত।

কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়।

মহাদেশ—এসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও লোকসংখ্যায় অধিক। ইউরোপ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু লোকের বসতি অতিশয় ঘন।

দেশ—তিব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; হলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন; বৃটিশ সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; চীন সাম্রাজ্য বহুলোক পূর্ণ।

নগর—লণ্ডন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর; পারিস দ্বিতীয়; নিউইয়র্ক আমেরিকার মধ্যে বৃহৎ; কাইরো আফ্রিকার মধ্যে বৃহৎ; মেলবোরণ ওসিয়ানিয়ার মধ্যে বৃহৎ।

দ্বীপ—অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কখন কখন ইহাকে মহাদেশ বলা যায়। গ্রীন্‌ল্যাণ্ড, বোর্ণিও, নিউগায়না, মাদাগাসকার, সুমাত্রা, নিপন, গ্রেট বৃটন, সেলিবিস, ও যাবা ক্রমান্বয়ে ছোট।

উপদ্বীপ—আরব সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; মালয় সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ; পৃথিবীর সমুদয় উপদ্বীপই দক্ষিণদিকে অবস্থিত, কিন্তু জটলণ্ড ও ইউকাটান উত্তর দিকে।

পর্ব্বত—হিমালয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; আন্দীজ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ; হিমালয়ের শৃঙ্গ এভারেষ্ট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। কোটাপাক্সী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরি।

হ্রদ—কাস্পিয়ান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লবণাক্ত হ্রদ; সুপিরিয়র সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুস্বাদু জলবিশিষ্ট হ্রদ; মরু সাগর সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন।

নদী—আমাজন অতিশয় প্রশস্ত, মিসুরীসহ মিসিসিপি সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ভিক্টোরিয়ার জলপ্রপাত সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, উত্তর মহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিশয় গভীর।

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান রাজ্যের অধিকার।

জর্ম্মণি—কেপকলোনির উত্তরাংশ, আফ্রিকার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উপকূলের কতকাংশ; নিউ গায়নার কতকাংশ, নিউ-বৃটন, নিউ আয়র্লণ্ড এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ।

হলণ্ড—ভারত সাগরীয় দ্বীপসমূহের মধ্যে সুমাত্রার কিয়ৎ অংশ, মালাক্কা, যাবা, বোর্ণিও দ্বীপের তৃতীয়াংশ এবং সেলিবিস; দক্ষিণ আমেরিকায় ডাচ্‌গায়না; কারিব সাগরে সাবা, বুইয়েনীরে সেন্তউস্তেশিয়স্, কিউরাসোয়া।

ইংলণ্ড—(ইংরেজ উপনিবেশ ও বিদেশীয় অধিকার)।

ইউরোপে—হেলিগোল্যাণ্ড, জিব্রাল্টার, মাল্টা।

এসিয়ায়—সাইপ্রস, এডেন, ভারতবর্ষ, লঙ্কা, প্রণালী উপনিবেশ, ব্রহ্মদেশ, লাবুয়ান ও হঙ্কঙ্।

আফ্রিকার—সিরিয়ালিয়ন, গিনি, সেণ্টলেনা, আসেনসন, কেপ কলোনি, নাতাল, ট্রান্সবাল, মরিশস ও সোকোত্রা।

আমেরিকায়—কানাডা রাজ্য, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বার্মুডাস, হন্দুরাস, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বৃটিশ গায়না ও ফকলণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

ওসিয়ানিয়ায়—অষ্ট্রেলিয়া, টাসমেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিজি-দ্বীপপুঞ্জ, বর্ণিও দ্বীপের উত্তরভাগ ও নিউ গায়নায় কিয়দংশ।

ফ্রান্স—ইউরোপে কর্সিকা; আফ্রিকায় আলজিরিয়া, সেনিগাল, কঙ্গো; ভারত মহাসাগরে বুর্ব্বো, শাঁমারি, মেওতী ও কমুরো; এসিয়ায় ভারতবর্ষের অন্তর্গত পণ্ডিচেরী, কারিকোল, মাহী, ইয়ানন ও চন্দননগর; কোচীন ও টঙ্কিন, ওসিয়ানিয়ায়; মারকিসাস, সোসাইটী ও নিউকালিডোনিয়া; পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপ; উত্তর আমেরিকায় শাঁপিয়ের ও মিকেলঁ; দক্ষিণ আমেরিকায় কেইন ও ফ্রেঞ্চগায়না।

স্পেন—ভূমধ্য সাগরে মেজর্কা, মিনর্কা ও ইভীষা।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে ক্যানেরি দ্বীপপুঞ্জ; কারিব সাগরে কিউবা ও পোর্টরিকো; প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইনপুঞ্জ, ল্যাড্রোনপুঞ্জ ও কেরোলাইনপুঞ্জ; আফ্রিকার অন্তর্গত কিউটা, ওরাণ ও ফার্ণান্দপো।

পর্ত্তুগাল—ভারতবর্ষে গোয়া, দমন, দিউ; চীনে মাকাও; ভারতমহাসাগরে টাইমারের কিয়দংশ; আফ্রিকায় কঙ্গো,

আঙ্গোলা, বেঙ্গলা, সোফালা, মোজাম্বিক ; আটলাণ্টিক মহা-সাগরে আজোর্স, মদিরাপুঞ্জ ও কেপভার্ড।

বিষুবরেখার মধ্যে যে সকল দেশ পড়িয়াছেঃ—

একওয়াদোর, ব্রেজিল, নিম্নগিনি, আফ্রিকার মধ্যভাগ, জাঞ্জিবর, সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস ও মালাক্কা দ্বীপ।

লণ্ডন হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমসূত্র টানিলে যে সকল দেশে পড়েঃ—ইংলণ্ড, হলণ্ড, জর্ম্মণি, রুশিয়া, পশ্চিমতাতার, আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ।

ভূমধ্য সাগরের তীরবর্ত্তী নগর।

জিব্রাল্টার, মালাগা, কার্থিজেনা, আলিকান্ত, বেলেনসিয়া, বার্সিলোনা, মার্সেলি, টুলন, নিস্, জেনোয়া, লেগহরণ, নেপলস্, বৃন্দিসি, আনকোনা, ভিনিস, ত্রিস্ত, পোলা, রাগুসা, করিন্থ, পত্রাস, নপলিয়া, সিরা, স্মার্ণা, পোর্টসেইড, ডামিয়েটা, আলেকজান্দ্রিয়া, বেনগাজী, ত্রিপোলি, তিউনিস, আলজিয়ার্স, ওরান ও কিউটা।

কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইবার পথ ঃ—

কলিকাতা হইতে রেলওয়ে যোগে বোম্বাই, তৎপর জাহাজে চড়িয়া আরব সাগর, বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী, সুয়েজখাল ও ভূমধ্য-সাগর দিয়া ইতালির অন্তর্গত বৃন্দিসি, তথা হইতে রেলওয়ে-ইংলিশ্ সাগরের তীরবর্ত্তী ক্যালে নগর, তথা হইতে জাহাজে চড়িয়া ডোবর প্রণালী পার হইয়া ডোবর নগরে পৌঁছিলে ইচ্ছানুসারে রেলওয়ে ইংলণ্ডের-অভিলষিত স্থানে যাওয়া যায়।

অপর রাস্তা—কলিকাতায় জাহাজে চড়িয়া গঙ্গানদী, বঙ্গোপসাগর, ভারতমহাসাগর, লঙ্কাদ্বীপের গল বন্দর, আরব সাগর

বাবেল মাণ্ডেব প্রণালী, লোহিত সাগর, সুয়েজখাল, ভূমধ্যসাগর, জিব্রাল্টার প্রণালী, আটলাণ্টিক মহাসাগর, বিস্কে উপসাগর ও ইংলিশ সাগর দিয়া ইংলণ্ডের সাউদামটন নগরে পৌছিতে হয়। তৃতীয় রাস্তা—কালিকাতা হইতে গঙ্গানদী, বঙ্গোপসাগর, ভারত-মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর, ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া গিনি উপসাগর হইয়া পুনরায় আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া বিস্কে উপসাগরে যাইয়া তথা হইতে সেণ্টজর্জ প্রণালী দিয়া লণ্ডনে পৌছে।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা।

এসিয়ায় প্রায়	৮২	কোটী
ইউরোপে ,,	৩৩	,,
আফ্রিকায় ,,	২০	,,
আমেরিকায়,,	১০	,,
ওশিয়ানিয়ায়	৪	,,
সমষ্টি	১৪৯	কোটী।

সম্পূর্ণ।